Advocacy, policy and support on male sexualities

Naz Foundation International

বিকাশ হাত-বই

এইচআইভি/এইডস, যৌন স্বাস্থ্য এবং সামাজিক কল্যান বিষয়ক কাজের জন্য যারা পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ করে এমনদের (এমএসএম) জনগোষ্ঠী ভিত্তিক সংস্থা গঠন

বই ঃ ২

প্রাসঙ্গিক বিষয়ের বিন্যাস

প্রাসঙ্গিক বিষয়ের বিন্যাস

উৎসর্গ:

এই অনুক্রম বইগুলি সেইসব কতি, তাদের সঙ্গী ও পরিবার সমুহকে উৎসর্গিত করা হল যারা এইডস নিয়ে একাকিত্ব এবং অনাদর অবহেলায় মৃত্যুবরন করেছেন।

ধন্যবাদান্তে:

আমরা তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা সামাজিক এবং চাহিদা নিরচপনী কার্যক্রম, যৌন স্বাস্থ্য প্রকল্প, সাক্ষাৎকার গ্রহন, ওয়ার্কশপ, এবং মিটিং-এ ধৈর্য, সততা, এবং বন্ধুত্বপুর্ন মনোভাব নিয়ে অংশগ্রহন করেছেন। আমরা আরো ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা পার্কে, চায়ের দোকানে, রাস্তার কোনায়, খাওয়ার হোটেলে, রিক্সায় বসে এবং হোটেলের বারান্দায় দাড়িয়ে ধৈর্যের সাথে আমাদেরকে তাদের জীবনের গল্প বলেছেন। আমরা আরো ধন্যবাদ জানাচ্ছি সে সকল ব্যাক্তি ও সংস্থাকে যারা পুরুষে পুরুষে যৌন কাজে অভ্যস্ত (এমএসএম) জনগোষ্ঠীর চাহিদা অনুযায়ী সেবা প্রদানের চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন, যাদের জন্য এই ম্যানুয়ালটি প্রণয়ন করা হয়েছে। উপরে উলে-খিত সকলের আন্তরিকতা ছাড়া এই ম্যানুয়ালটি প্রণয়ন সম্ভব ছিল না।

আমরা আরো ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইউএনএইডসকে, এই ম্যানুয়ালটি আরো উন্নত ও ব্যবহার উপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে সমর্থন ও উৎসাহ প্রদানের জন্য।

প্রকাশনা তথ্য:

নাজ ফাউন্ডেশন ইন্টারন্যাশানাল কতৃক ২০০৪ সালে প্রকাশিত।

এই হ্যান্ডবুকটি এবং এই সেটের অন্য বইগুলির ইলেক্ট্রনিক অনুলিপি পাওয়া যাবে www.nfi.net অথবা নিম্ন লিখিত ভারত অফিসে। অতিরিক্ত অন্য ভাষার ও পাওয়া যাবে, এবং অতিরিক্ত তথ্যের জন্য ওয়েব সাইট দেখার জন্য অনুরোধ রইল।

নাজ ফাউন্ডেশন ইন্টারন্যাশানাল
দক্ষিন- এশিয়া আঞ্চলিক অফিস
৯ গুলজার কলোনি, নিউবেরি লেন
লাকনোও ২২৬ ০০১, ইন্ডিয়া
টেলিফোন: +৯১(০) ৫২২ ২২০৫৭৮১/২
ইমেইল: lucknow@nfi.net

সূচিপত্র

পর্বগুলির পরিচিতি	২
দক্ষিন এশিয়ার পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক গঠনের প্রাসঙ্গিক বিষয়	৪
”কতি” কাঠামো	১০
জীবনের জন্য ক্রিয়া/কাজ	২০
কমিউনিটি মবিলাইজিং	৩৬
পুরুষে-পুরুষে যৌনকাজকারীদের মাঝে এইচআইভি সংক্রমন প্রতিরোধ করার জন্য একটি অধিকার ভিত্তিক কাঠামো	৪৪
পূর্ন শব্দ	৪৭
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	৪৮

এই বই ও অন্য পর্বগুলির পরিচিতি

এক সেট বইয়ের মধ্যে এটি হচ্ছে দ্বিতীয় নম্বার বই, এটি তাত্ত্বিক কাঠামো ভিত্তিক, এবং পুরুষে-পুরুষে যৌন কাজ করে (এমএসএম) এমন জনগোষ্ঠী যে সকল সমস্যায় আক্রান্ত সে সকল বিষয় নিয়ে ধাপে ধাপে সংস্থা গঠন রীতি বিষয়ের বই। এই বইয়ের সেটে, নাজ ফাউন্ডেশন ইন্টারন্যাশনাল পুরুষে-পুরুষে যৌন কাজ করে (এমএসএম) এমন জনগোষ্ঠী যে সকল সমস্যায় আক্রান্ত সে সকল বিষয় নিয়ে দক্ষিন এশিয়ায় এমএসএম এর যে ব্যাপক জনগোষ্ঠী গঠনে কাজ করছে তা উপস্থাপন করেছে। ১৯৯৬ সাল হতে, এই বইয়ের পর্বগুলিতে যে বিস্তারিত মডেলগুলি বর্নিত হয়েছে তা ব্যবহার করে এমএসএম জনগোষ্ঠী যে সকল সমস্যায় আক্রান্ত সে সকল বিষয় নিয়ে ৩০টি প্রকল্প গঠিত হয়েছে। আমরা আশা করি যে, এই সেটে বর্নিত কাঠামো পুরুষে-পুরুষে যৌন কাজ করে (এমএসএম) এমনদের সকলের সঠিক যৌন স্বাস্থ্য, এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ, যত্ন এবং সামাজিক কল্যান নিশ্চিত করতে আরো বেশী প্রকল্প গঠনে সাহায্য করবে।

পর্বগুলি

এই বইয়ের পর্বগুলি, পুরুষে-পুরুষে যৌন কাজ করে (এমএসএম) এমন জনগোষ্ঠীদের নিয়ে কমিউনিটি ভিত্তিক পুরুষ যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রোগ্রাম গঠনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ পথ প্রদর্শক এবং টুল কিট।

এটি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যে, যেখানে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে খুবই দৃশ্যমান এমএসএমদের যারা কম আয়ের নেটওয়ার্কভূক্ত, অন্যদেরকে যারা কতিদের মত স্ব-চিহ্নিত মেয়েসুলভ পুরুষ। এটির ভিত্তি সেল্ফ-হেল্প ও পিয়ার এডুকেশন এবং নিজেদের সেবা গঠনের জন্য প্রশিক্ষিত এমএসএমদের দ্বারা অন্যান্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির নীতির উপর দাড়িয়ে ।

একবার যখন প্রশিক্ষিত ও উপযুক্ত সার্ভিস গঠিত হয়ে যায়, তাহলে একটি ব্যাপক পুরুষ যৌন স্বাস্থ্য প্রোগ্রাম গঠনের লক্ষ্যে এই গুরুত্বপুর্ন ব্যক্তিদেরকে শুধুমাত্র যারা অন্যদের মত সেই ধরনের অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে কাজ করার জন্য ব্যবহার করা হবে না বরং অন্যদের পার্টনারদের কাছে পৌঁছানোর জন্য এবং এমএসএমদের অন্যান্য গতিশীল যৌন আচরন সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য ব্যবহার করা হবে।

৬টি বই নিয়ে এই বইয়ের সেট গঠিত:

বই ১: সূচনা
বই ২: বিষয়বস্তু নির্ধারন
বই ৩: এমএসএমদের কমিউনিটি ভিত্তিক সংস্থা গঠন
বই ৪: এমএসএমদের যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রকল্প বাস্তবায়ন
বই ৫: পরিচালনার টুল সমূহ
বই ৬: অন্যান্য রিসোর্স সমূহ

প্রাসঙ্গিক বিষয়ের বিন্যাস

ওয়ার্কশপটি হচ্ছে ব্যাপক এবং এর একটি নির্দিষ্ট সময়-সূচি আছে এবং এর বিষয়সূচি নাজ ফাউন্ডেশন ইন্টারন্যাশনাল বিশেষ জনগোষ্ঠীর সাথে যে বিভিন্ন ওয়ার্কশপ করেছে সেখান হতে তৈরীকৃত। এটি বেশীরভাগের জন্য স্বীকৃত যে, তাদের মধ্যে এইচআইভি/এইডস, কমিউনিটি ভিত্তিক কাজ এবং যৌন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জ্ঞান নাই বললেই চলে। যা হোক সময়-সূচি এবং বিষয়সূচি গুলি যে একেবারেই সুনির্দিষ্ট তা নয় এবং প্রয়োজনমতে অবশ্যই পরিবর্তন ও পরিবর্ধন যোগ্য।

নাজ ফাউন্ডেশন ইন্টারন্যাশনাল এইধরনের এমএসএমদের যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রকল্প কার্যকর করার জন্য তাদের নিজেদের প্রশিক্ষিত প্রশিক্ষকদের কাজে লাগিয়েছে এবং যারা এই বই ব্যবহার করবে তাদের খুবই ভালভাবে সুপারিশ করা যাচ্ছে যে, তারা যেন প্রকল্প গঠনের জন্য কাজ শুরু করার আগে পুরোপুরিভাবে এই বইয়ের তাত্ত্বিক বিষয়, ভাষা এবং এমএসএম আচরন, পরিচিতি, যৌনতা, পুরুষত্ব এইসব বিষয় সম্পর্কে ভালভাবে জেনে নেন।

পুরুষতান্ত্রিক দক্ষিন এশিয়ার সামাজিক গঠনের প্রাসঙ্গিকতা ও কতি কাঠামো

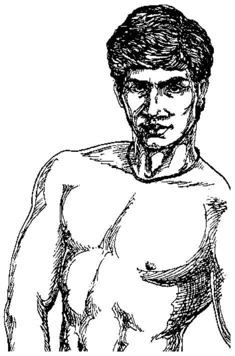

তত্ত্বগতভাবে গঠিত দক্ষিন এশিয়ার পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর ঘূর্ণাবর্তে পুরুষে-পুরুষে যৌনকাজে রতদের যৌনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়সমূহ চিহ্নিত করা গুরুত্বপূর্ন। অত্যাচার আর রক্ষনশীলতা এবং বৈষম্যমূলক বিন্যাসে এমএসএমদের প্রতি অত্যাচারের প্রাপ্ত তথ্যাবলী দক্ষিন এশিয়ার প্রাসঙ্গিক ধারনা সংক্রান্ত গতিপ্রকৃতি বুঝার জন্য এটা প্রয়োজন।

যৌন পরিচিতি (আইডেনটিটি) সমূহ একটি আকার ধারন করে মানসিক ও ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে, যা কিনা সাংস্কৃতিক ও ভাষার মাধ্যমে পালাক্রমে প্রাসঙ্গিক হয়ে যায়। সুতরাং কেউ হয়তো একই শব্দ ও ঘটনা ভিন্ন সংস্কৃতিতে ভিন্ন অর্থে পেতে পারে, যা সে সমাজের বৈশিষ্ট্যসূচক সূক্ষ্ম স্বাভাবিকতাসহ ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। সুতরাং, একেবারে শুরুতে বুঝা গুরুত্বপূর্ন যে, পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধ সমূহ বিপরীতকামিতা, সমকামিতা এবং উভলিঙ্গতার চিহ্নিতকরনের যে সংজ্ঞা প্রদান করে তা দক্ষিন এশিয়ায় একই ঘটনাসমূহ কিছুটা ভিন্ন আকারে বুঝায়।

দক্ষিন এশিয়ার সংস্কৃতিতে, পুরুষের আচরন ও অভিজ্ঞতা সামজিক-সংস্কৃতিক বাস্তবতা দ্বারা প্রভাবিত, যেমন- যৌন আচরনের অদৃশ্যকরন, নারী-পুরুষের পৃথকীকরন, পুরুষ সমকামী-বন্ধুত্বকরন এবং সমকামী মমত্বকরন, সর্বসাধারনের জায়গায় পুরুষ- এবং বক্তব্য, ঘৃনার সংস্কৃতি- যেখানে পরিবার ও সামাজিক স্থান ও মান্য করার ধারন করা প্রভাবিত করে, অত্যাবশ্যক ও আয়োজিত বিয়ে, পুনরুৎপাদনশীলতায় চাপ প্রয়োগ করা, শুধুমাত্র পুনরুৎপাদনশীলতার ধারনাকেই বুঝতে যৌনকাজকে বুঝা, যৌথ পরিবার, এবং সমাজ ও পরিবারের পূর্বে স্বাতন্ত্রকে/নিজকে অস্বীকৃতি। এই আচরন আবার সমাজে বিদ্যমান জেন্ডারের ভূমিকা যা দ্বারা সংজ্ঞায়িত হয়, বিশেষ করে যখন জীবনে গুরুত্বপূর্ন নিরুপনময় সময়, যেমন- কৈশরের পূর্বধারনা, এ ধরনের জেন্ডার ভূমিকা দ্বারা নির্ধারিত হয়।

বাস্তবতা হচ্ছে যে উনিশ শতকে যৌনতার চিকিৎসা-শাস্ত্রকরন ও যৌন আচরন সমূহ বৃহত্তর আকারে পশ্চিমা সংস্কৃতিতে, জেন্ডার, যৌনতা ও যৌন আচরনকে একটি সম্পূর্ন নতুন নিরুৎসাহিত করার এবং অনুধাবন করার বিষয় বেড়ে উঠতে দিয়েছে। এটা ভিত্তি গড়েছিল - কেউ একজন কার সাথে যৌনকাজ করছে, তার থেকে তার আচরনের উপর, বেড়ে উঠতে দিয়েছে একটি নতুন 'প্রজাতি' -সমকামী। কিন্তু এই ধরনের একটি গঠন দক্ষিন এশিয়ার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারনার প্রাসঙ্গিকতার সাথে খুব বেশী সম্পর্ক নেই। সুতরাং, এটা বলা যেতে পারে যে, সমকামীতা হচ্ছে- যখন একজন পুরুষ অন্য একজন পুরুষের প্রতি যৌন আকর্ষন প্রকাশ করে - হয়তো বা এই অঞ্চলের প্রাসঙ্গিকতায় একেবারে যথাযথ নয়। এটা দক্ষিন এশিয়ায় এই কারনে যে, জেন্ডার ভূমিকার দ্বিবিভাজন ও বিপরীত কাঠামো চরিত্রাবলীকে সজ্ঞায়িত/চিহ্নিত করে। একজন পুরুষ যে অন্য পুরুষের সাথে যৌন কাজ করে -পশ্চিমা ধারনায় চিহ্নিত হয় সমকামী হিসাবে, যেখানে দক্ষিন এশিয়ায়, একই বিষয় আরো যথাযথভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে, পুরুষ যে অন্য পুরুষের সাথে যৌন কাজ করে -তাদের সাথে কথা বলে । অন্য কথায়, দক্ষিন এশিয়ায়

প্রাসঙ্গিক বিষয়ের বিন্যাস

একজন যৌন বিষয়ে কথা বলতে পারে জৈবিকভাবে পুরুষদের মাঝে, এই জন্য যে, এটাও পাওয়া যেতে পারে যে, যৌন ক্রিয়ায় একজন সঙ্গী হয়তো নিজেকে একজন পুরুষ হিসাবে প্রকাশ করছে না, বা হয়তো তার পুরুষ যৌন সঙ্গী দ্বারা সে পুরুষ হিসাবে স্বীকৃতি পাচ্ছে না।

অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, সমকামী বলতে যা বুঝায় তা বুঝানোর জন্য দক্ষিন এশিয়ায় একই ধরনের কোন সরাসরি ভাষা নেই। সমযৌনকাজের আচরনে সহনশীলতার ইতিহাস এটাও চিহ্নিত করে যে, এটা সমগ্র দক্ষিন এশিয়ার অঞ্চলসমূহের মধ্যে উপস্থিত কিন্তু শুধুমাত্র প্রদানমূলক (যে প্রবেশ করায়) পুরুষদের জন্যই এটা চিহ্নিত করে। গ্রহনমূলক (যে গ্রহন করে) পুরুষদের জন্য কলঙ্কিত করার বিষয়টি গৃহীত জেন্ডার ভূমিকাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। এটা শুধুমাত্র এই কারনে নয় যে, উপমহাদেশে উপনিবেশিক শক্তি দ্বারা পায়ুকামকে অপরাধমূলকভাবে চাপিয়ে দিয়েছে বলে, এ ছাড়াও ঠিক-বেঠিকের ধারনা, এবং স্বাভাবিক ও 'অস্বাভাবিক' যৌন আচরন এবং বাস্তবতা জনসাধারনে নিরুৎসাহতা ঘটায়। তবে এই নিরুৎসাহিতা গড়ে ওঠে দক্ষিন এশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত জেন্ডার ধারনায় এবং সে কারনে ঘৃনা ও বৈষম্য যা ফলস্বরূপ এ ধরনের অপরাধমূলকতার ধারনাও একইভাবে গড়ে উঠেছে।

দক্ষিন এশিয়ার পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতা-কেন্দ্রিক শাসিত সামাজিক জীবন, যেখানে যৌনকাজকে বুঝা হয় প্রজননের দৃষ্টিকোন থেকে এবং পুরুষ জাতীয় ক্ষমতা সংজ্ঞায়ীত হয় যৌনকাজে প্রবেশে করানোর ভূমিকার উপর। এই বিন্যাসে যে কখনও প্রবেশ করায় না- সে পুরুষ হিসাবে চিহ্নিত করনের স্বীকৃতি হারায়। যে প্রবেশ করায় সে সবসময় 'পুরুষ' হিসাবে প্রকাশিত, কিন্তু গ্রহনকারী 'পুরুষ হিসাবে যথেষ্ট নয়' এবং সে কারনে যে কোনভাবেই হোক সে নীচু শ্রেনীতে থাকে এবং যা একজন 'পুরুষের' সাথে তুলনীয়। আবার যা সত্য তা হচ্ছে পুরুষত্বের শ্রেষ্ঠতায়, এই গ্রহনকারীরা পুরুষ অধিকার ভ্রষ্ট হিসাবে বিবেচ্য হয় এবং তারপর অপমানজনকভাবে চিহ্নিত হয়- মাইগ্যা, চাক্কা, হিজড়া, কতি, গতিয়াল, গান্ডু এবং অন্যান্য।

'পুরুষের' শ্রেষ্ঠতর অবস্থা উৎসাহিত করে সামাজিক অবস্থানে জেন্ডারের পৃথকিকরনে এবং শ্রমে, এই উভয় প্রকার বলয় পুরুষ দ্বারা শাসিত। পুরুষ শিশু প্রতিয়মান হয় পারিবারিক পুঁজি হিসাবে, সেসাথে জেন্ডারের ভূমিকা দৃঢ়ভাবে চিহ্নিত হয় সামাজিক দায়িত্ব ও নৈতিক বাধ্যবাধগতা এই উভয় পর্যায়ে এবং সে সাথে স্বাধীনতা বলতে যা বুঝায় তা ভোগ করে, আবার বিভিন্ন অত্যাচারে রূপান্তরিত হয় এবং উচিৎ শাস্তি গৃহীত হয় সে পুরুষের বিরুদ্ধে, যে পুরুষ তার ভূমিকা থেকে নীতি ভ্রষ্ট হয় এবং তারপর তার পুনঃমূল্যায়ন করা হয়। এগুলোর সব কিছুর অর্থ হচ্ছে, প্রত্যেক পুরুষই সামাজিক ও পারিবারিক চাপে থাকে বিয়ে করতে এবং প্রজননে (পুরুষ শিশুই অগ্রগন্য) এই জন্য যে তাকে'পুরুষ' হিসাবে প্রমানের জন্য- সমাজে পিতৃতান্ত্রিক পুরুষ শাসিত অভিজ্ঞতায়, যা স্বীকৃতি দেয় ও আইনসঙ্গত করে শুধুমাত্র প্রজননমূলক যৌনকাজকে।

অন্যকথায়, বিবাহ - যা একজন 'পুরুষকে' প্রকৃত পুরুষ বানায়, যে প্রতিষ্ঠান সক্রিয়ভাবে নির্দিষ্ট করে তার পূর্নবয়স্ক হওয়ার ব্যাপারে। তারপর, কোন বিবাহই ইঙ্গিত করে না যে একজন জৈবিক পুরুষ 'পুরুষ' হিসাবে পরিনত হয় (একজন পূর্নবয়স্ক) এবং এই উপলব্ধ বিষয়টি একজনের ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে এবং একজন সমাজে বয়স নির্বিশেষে কিভাবে নিজেকে

বুঝাতে পারবে। যৌনতার হিসাব, উপরোক্ত জটিল বিষয়াবলী নিয়ন্ত্রন করার একমাত্র পথ হচ্ছে, এমনকি পুরুষের জেন্ডারের শ্রেষ্ঠ্যত্বের একটি স্পৃশ্য সংরক্ষন করে যা যৌন আচরনে স্পৃশ্য। অবশ্যও ক্ষিন এশিয়ার এই উভয় সংকট থেকে বের হওয়ার রাস্তা রয়েছে। একজন অবিবাহিত পুরুষ চিহ্নিত হতে পারে একজন বক্ষ্মচারি হিসাবে, একজন সন্যাসী হিসাবে, একজন ধর্মীয় প্রত্যয়ী ব্যাক্তি যে "ত্যাগ" করে তার "পুরুষালি" অবস্থাকে-বৃহত্তর কল্যানের জন্য।

এই স্পৃশ্যময়তা সহায্য করবে, শুধুমাত্র বিবাহ সম্পর্কিত প্রজননমূলক যৌনকাজের এবং সম্পূর্ন বাইরের যৌনকাজের অনুপস্থিতির কল্পনাকে সংরক্ষন করতে। এটা সাহায্য করবে, প্রজননের যৌনকাজের যৌক্তিকতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে। এবং, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্নভাবে, এটা সকল প্রকার যৌন কাজের সম্মানার্জনের সম্ভাবনাকে এবং উপরোক্ত বাইরের আচরনের সীমাকে একটি লোকপ্রসিদ্ধতার সম্ভাবনার আস্তরনে নিয়ে আসতে যা বিষয়টিকে জনগনের কথাবার্তায় পরিত্যায্য। উপরি, এটা সাহায্য করবে একটার তুলনায় আরেকটা শ্রেষ্ঠতার সকল প্রথার বিষয়ে হৃদয়ঙ্গম করতে যা যৌনতার বহুমুখিতা প্রকাশ করে, যা দেখা হয় অশ্লীল ও বিকৃত হিসাবে। এটা একটি বিশাল সামগ্রিক মানসিক পরিকল্পনা বানচাল করা, যা নড়বড়ে হয় পুরুষ দ্বারা, যে কিনা যৌনকাজের সঙ্গীদের মধ্যে গ্রহনকারীর ভূমিকায় অংশগ্রহন করে। তারা গৃহীত ও বদ্ধমূল ধারনাকে শ্রেষ্ঠ প্রমানে চ্যালেঞ্জ করে এবং তারপর শাস্তিভোগ করে। শাস্তি গৃহীত হয় -পুরুষহীনতা, মানবতাহীনতা ও অন্যের বিভিন্ন অধিকার বঞ্চনার রূপে।

যৌন আচরন যৌনতার জায়গাও দখল করে। পুরুষের যৌন আকাংক্ষা স্ব-নিবিষ্ট হয় এবং কমানো হয় বীর্য স্খলনের মাধ্যমে, যা আরেকজনকে পাওয়ার আকংখার ভিত্তি থেকে বেশী। নিরবতা এবং অস্বীকৃতি এর সহযোগী হিসাবে নেতৃত্বও দেয় নির্বাসিত করার মত অবস্থার , যেখানে মনকে গোপনীয় এবং ভগ্নমনস্ক করে তোলে খুব সহজে ব্যাক্তিকে প্রকাশিত হওয়া ও একটি গোত্র ভূক্ত করে, যার মাঝে প্রতিটি প্রকাশিত বিকল্প যৌন আকাংখা ঘৃনা ও নিরবতার পাঁকে পড়ে। এ সকল কিছুরও দুটি গুরুত্বপূর্ন বিরোধ রয়েছে, উভয়ই উৎসুকভাবে 'পুরুষের" চারিত্রের সাথে নিবিষ্ট। প্রথমটা হচ্ছে, যৌন কাজকে প্রায়ই দেখা হয় উত্তেজনা দূর করার উপায় হিসাবে। তাই, অনেকেকে বলতে শোনা যায়, "আমি যৌনকাজ করি শরীরের তাপা বের করে দেয়ার জন্য" বা " আমার শরীরের উত্তেজনা কমানোর জন্য"। অন্যটা হচ্ছে, যৌনকাজের মাধ্যমে আনন্দ ও মজা পাওয়া যায়, যেখানে এর সাথে লজ্জা জড়িত যা কমাতে খোজে একে সজ্জায়িত করতে চায় হালকা আলোয়। মাস্তি বা মজা করার মত শব্দ যৌনকাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত। মাস্তি বা মজা শব্দটি চিহ্নিত করা যায় মজা বা খেলা বা উভয় হিসাবে। যৌনকাজ গুরুগম্ভীর জাতিয় কিছু নয়, এটা খেলার মতই এটি ঘটনা।

আমরা একটি সারমর্মে উপনিত হয়েছি যে, যৌন আনুকল্য ও যৌন আচরন কোন পরিচয় প্রকাশের বিষয় নয়। এটা পারিপার্শিকতার নিস্তব্ধতায় চালিত হয়েছে আর সুযোগ, প্রবেশাধিকার এবং উদ্বিগিরনের প্রয়োজনে জায়গা করে নিয়েছে । এটা সর্বাত্তকভাবে একে মজা ও খেলা হিসাবে আখ্যাওতে অস্বীকার করেছে ।

প্রাসঙ্গিক বিষয়ের বিন্যাস

একজনের এটা বুঝার জন্য কতি গঠন বিস্তারিতভাবে বিশে-ষন করা প্রয়োজন। কতি ব্যবহৃত একটি শব্দ যা জনপ্রিয় কথামালা হিসাবে এই উপমহাদেশে দীর্ঘ সময় ধরে উপস্থিত । এটা বিশেষ কথামালার অংশ ছিল যা দক্ষিন এশিয়ার হিজড়াদের কথা বলায় ব্যবহৃত হতো। এটা কোন নির্দিষ্ট করার চিহ্ন নয়, কিন্তু যা প্রকাশিত আচরন হিসাবে দক্ষিন এশিয়ার জেন্ডার বিশ্বে, একজন পুরুষ ব্যাক্তি যে গ্রহনকারীর ভূমিকা পালন করে তাকে কতি বলা হয়। শব্দটি চরিত্রগতভাবে অবমাননাকর এবং কটূক্তিপূর্ন ছিল, এবং কলঙ্কিত করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতো। সবসময় লুকানোর উপলক্ষ থাকতো, কারন ব্যক্তিটি মেয়েলি ধরনের হয়, সে যৌন কর্মে একজন পুরুষ লিঙ্গ গ্রহন করে। কিন্তু এ ধরনের মেয়েলী পুরুষ ক্রমান্বয়ে শব্দের সাথে মানিয়ে নেয় যেখানে তারা নিজেদের মাঝে যোগাযোগের জন্য নিজেদেরকে নিজেরা কতি বলে। এটা এখনও চলমানভাবে একধরনের পুরুষ হিসাবে প্রকাশিত এবং নিজস্ব কোন পরিচয় প্রকাশক নয়।

’পুরুষ’, এই পরিপ্রেক্ষিতে যে কেউ হতে পারে এবং বাস্তবিকভাবে সে সর্বত্র রয়েছে। তার লুকানোর বা লজ্জিত হওয়ার প্রয়োজন নেই, তার যৌন কর্মে প্রবেশকারীর ভুমিকার জন্য-তারপর সে তাই করে যা একজন পুরুষ করে। সে এমন কিছু করে না যা খুব বেশী নৈতিকতার বিপরীত যেখানে সে যৌনকাজ করে তার সাথে যে মেয়েলী-ধরনের। সে আবার সমাজে পুরুষের মূলধারার জীবনধারায় লুকায়িত এবং তারপর চিহ্নিত হয় না। সে তারপর অন্যকোনভাবে বিশেষভাবে লক্ষ্যবিদ্ধ হয় না। এবং সাধারনভাবে যৌন কার্যকলাপ গোপন থাকে এবং জনগনের মাঝে কখনও আলোচিত বা অস্তিত্ব প্রকাশিত হয় না। সে নিরাপত্তার সাথে নিরাপদভাবে লুকিয়ে থাকতে পারে নামহীনতা ও জ্ঞানের অভাবের কারনে। সে অন্যদের অধিকারও লঙ্ঘন করতে পারে যারা সমাজের জেন্ডারের ভূমিকার দন্ডমুক্তির সাথে মান্য করে না এবং এ থেকে দূরে যেতে চায়, এর জন্য সে নিজে নিজে চিহ্নিত বা লজ্জিত হয় না। তাকে কতি দ্বারা দেয়া পান্তি, গিরিয়া, পারিক, প্রভৃতি নামে ডাকা হয়। যাইহোক, এটা মনে রাখা উচিৎ যে, পান্তি নিজেকে নিজে এ ভাবে ডাকে না। এটা তার প্রয়োজন নেই, কারন সে সমাজে নিয়মিত পুরুষ। এটা শুধুমাত্র কতি যে তাকে এ নামে ডাকে, অন্যদের নিজেদের মাঝে -বিপরীত পার্থক্য বুঝাতে। এই প্যারার প্রথম লাইনে যেমন বলা হয়েছিল যে, সে যে কেও হতে পারে এবং বাস্তবে সে সর্বত্র।

বৃহত্তরভাবে সমাজে, যেভাবেহোক,একজন কতিকে নির্দিষ্ট করার ও অমর্যাদা করার সকল প্রকার কারন নিহিত আছে। সে প্রবেশকারী নয়; তাছাড়াও সে পুরুষের জন্য সুবিধা সমূহ ভোগ করার মত যথেষ্ট পুরুষ নয়। সে পুরুষ থেকে কম, কিন্ত জৈবিকভাব এখনও পুরুষ, সে উপস্থিত এবং সামাজিক কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের থেকে বেশী প্রবেশাধীকার রয়েছে। তারপর, সে ”পুরুষ” হিসাবে প্রবেশাধীকার নিতে পারে -তার পরিপূর্ন ভূমিকা রাখতে, আনন্দ করতে এবং প্রয়োজনে বীর্য স্খলন করতে দিতে। সে পরিবারে লজ্জার কারন এবং তারপর এর দ্বারা অমর্যাদার স্বীকার হয়। সে যোগ্য নয় এবং জেন্ডার ভূমিকা পরিপূর্ন করে না, এবং তারপর সে শাষিত হয়, এমন কি অত্যাচারের দ্বারা। সবচেয়ে গুরত্বপূর্নভাবে, সে বিকৃত কারন সে যে কারনে যৌনকাজ করে তা প্রজননমূলক নয়, এবং তারপর সে সামাজিক ধারায় হুমকির জন্ম দেয়।

এইচআইভি/এইডস ইন্টারভেন্শন এর একটি অংশ এটি হচ্ছে একটি জনগোষ্ঠী গঠনের চেষ্টা যেখানে কতি টার্মটি উপযুক্ত, এবং এটি একটি ব্যক্তিগত পরিচিতি (আইডেনটিটি) ব্যাপার হয়ে উঠেছে। এই উপযুক্ততাকরন টার্ম সম্পর্কিত অপবাদকে কমায় এবং আস্তে আস্তে এই টার্ম হয়ে উঠে গৌরবের ও কতি জনগোষ্ঠীর ঐক্য হিসেবে। এটি একটি ইতিবাচক উন্নয়ন, যা সুদূর ভবিষ্যতে সমাজকে পরিবর্তন করতে পারবে এবং সমাজে অবিচার বন্ধ করতে পারবে।

নিজে সমাজ দ্বারা খুবই অস্বীকৃত, এবং এই অস্বীকারকরন কতিরা নিজেরা খুবই ভালভাবে অন্তরস্ত করেছে যার কারন হচ্ছে কতিদের নিজ-মূল্য (self-worth) এবং নিজ-মনোবল (self-esteem) -এর অভাব। সমাজের কার্যকলাপ কতিকে ঝুঁকিপূর্ন করে তুলেছে আরো বেশী করে এবং সে নিজের ঝুঁকি আরো বাড়িয়েছে জেন্ডারের ভুমিকার ক্ষেত্রে নিজেকে একটি সনাতনী সমজের অত্যাচারিত নারী হিসেবে সংঙ্গায়ীত করে। এটি বলা হচ্ছে যে সে পুরুষ নয় বা পুরুষ থেকে কম, পুরুষদের জন্য যে দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে সেগুলির সাথে সে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না, একজন কতি মহিলা হিসেবে চিহ্নিত হওয়া শুরু হয়েছে। কিন্তু এই চিহ্নিতকরন একজন ক্ষমতায়তি নারীর ইমেজ হিসেবে নয়। এটি হচ্ছে একজন ঝুঁকিপূর্ন নারীর অতিরঞ্জিত ব্যঙ্গ। এজন্য সনাতনী সামাজিক কাঠামোতে, একজন কতি ক্ষমতায়ীত হওয়ার নোঙ্গর খুজে পায় না। সে তার নিজ-ব্যখ্যার অবসন্নতাকে চালিয়ে যায় এবং সমাজের নির্ধারিত অক্ষমতায়ীতের ভূমিকা চালিয়ে যায়।

এটি প্রায়ই দেখা যায় যে এই অক্ষমতায়নের অর্থ কতিদের কাছে অনুবাদ করা হয়েছে তার শারীরিক অপূর্নতার কারনে তার অধিকারের নির্যাতন ও উৎপীড়নকে মেনে নেওয়ার জন্য। সে ক্কাচিৎ যুদ্ধ করে এবং সকল প্রকার নির্যাতনকে নিয়ে কিছু করে হয়তো নিজ-ধবংসের মধ্য দিয়ে নিজেকে পরিবর্তনের মাধ্যমে, বা নিরবভাবে কাষ্ট ভোগার মাধ্যমে। মনোস্তাত্তিক অকার্যকারীতাও অনেক সময় পরিলক্ষিত হয়।

এটির অর্থনৈতিক জটিল প্রভাবও আছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে কতি হচ্ছে একটি শিকারি বস্তু, সুতরাং সে লেখাপড়া করতে পারে না। তার শিক্ষার অভাব তাকে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে রাখে। বেশীরভাগ সময় সে উত্তরাধিকার সমপত্তি থেকে বঞ্চিত হয় এবং যৌন কাজ করতে জোর করা হয়। নিয়োগদাতা কতৃক বৈষম্যের স্বীকার হয় এবং কর্ম স্থানে হ্যারাসের স্বীকার হয়, বাধা প্রকান করতে থাকে যাতে তারা কর্ম বাজার ত্যাগ করে বা তারা যেন নিম্ন-স্তরের কাজ খুজে।

যেকোন এইচআইভি প্রতিরোধ কার্যক্রমে একজনকে এই সমস্ত বাস্তব বিষয় সমূহ গননা করতে হবে। বর্তমান বিশ্বে এটি ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হয় যে এইচআইভি ও এইডস মহামারীর প্রকৃত প্রতিষেধক হচ্ছে নিরাপত্তা প্রদান, এইসকল খুবই ঝুঁকিপূর্নদের অধিকার সংরক্ষন ও বৃদ্ধি, যদি আমরা কতিদের নিয়ে ইন্টারভেনশন করতে চাই তাহলে এটি হয়ে উঠবে আবশ্যক যে যাতে আমরা এসকল বিষয় সমূহ আমাদের মাথায় রাখি তাহলে উপযুক্ত এডভোকেসি ও অন্যান্য উপকরন সমূহ তৈরী করা যাবে যা কতিদের ক্ষমতায়ীত করবে যাতে নিজেদেরকে রক্ষার জন্য নিজেরাই ভূমিকা পালন করতে পারে, এমনকি তারা তাদের নিজ-মূল্য ও নিজ-মনোবল বৃদ্ধি করতে পারবে এবং পার্টনারের সম পর্যায়ে চলে আসবে এবং সামাজিক জীবনে অংশ নিতে পারবে।

কতি কাঠামো

সূচনা

প্রায় পাশ্চাত্যের দাতাসমুহ, পরামর্শদানকারীগন এবং অনেক এইডস বিষয়ক এনজিও এর প্রতিনিধিগন দ্বারা এটি প্রায়ই জিজ্ঞেস/প্রশ্ন করা হয়, ”বাংলাদেশে কি পরিমান এমএসএম আছে ? অথবা ভারতে” । যেখানে এই প্রশ্নটি ন্যায়সঙ্গত/যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় এবং অর্থবোধক বলে মনে হয়, এটি আসলে অঞ্চলে পুরুষের যৌন আচরন সমুহের সম্পর্কে ভুল ধারনা উপস্থাপন করে।

এই প্রসংগে আমাদের আসলেই উচিৎ সেসকল পুরুষ যারা অন্য পুরুষের সাথে যৌন কাজ করে (এমএসএম) সেসকল ব্যক্তিকে নিয়ে নয় বরং তার চেয়ে পুরুষে পুরুষে যৌন আচরন সমুহকে নিয়ে বেশী করে কথা বলা। এছাড়া, এই সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশ্ন করার ধারাটি এমএসএম সম্পর্কে এই ধারনার জন্ম দেয় যে এমএসএম হচ্ছে একটি ঝুঁকিপূর্ন দল এবং এটি আচরনের ভিত্তিতে নয় বরং পরিচিতির (আইডেনটিটির) দিক থেকে। কিন্তু, অনেক বাদানুবাদের পরেও, এই প্রশ্নটির যর্থাথ বা প্রয়োজনানুযায়ী উত্তর দিতে পারেনি।

বাংলাদেশ ও ভারতের পুরুষে পুরুষে যৌনাচরন সম্পর্কে সংক্ষেপে আমরা যা বলতে পারি তা হচ্ছে:

- পুরুষে যে অন্য পুরুষের সাথে যৌন কাজ করে এমনদের বেশীরভাগ পুরুষের ক্ষেত্রে, এমএসএম একটা পরিচিতি নয় কিন্তু এটি একটি আচরন যা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মহিলাসুলভ জেন্ডার সনাক্তকরন হতে আর্বিভূত হয়, অথবা ”অনেক” বীর্যস্খলনের চাহিদার উপলব্দি থেকে। এ ধরনের আচরন বীপরিতকামী - সমকামী এরূপ বিষয় সম্পর্কিত নয়।
- একটি অঞ্চলের মধ্যে এমএসএম যৌনাচরনের একটি ব্যাপক স্তর দেখা যেতে পারে যা জেন্ডারকৃত কাঠামো বিষয় সম্পর্কিত - যেখানে কতিরা মহিলাসুলভ জেন্ডারের ভূমিকা পালন করে।
- কতি/পান্থি গতিপ্রকৃতি সহ এই জেন্ডারকৃত কাঠামো গঠিত হয়েছে, যেখানে এই কতি নিজেদের উপলব্দি করে এবং তার অকাঙ্খা হচ্ছে বাংলাদেশে জেন্ডার ভূমিকার দিক থেকে অন্যান্য পুরুষদের প্রতি, যেমন-” লিঙ্গ প্রবেশকারী ” পার্টনার। কতিরা তাদের সামাজিক ভূমিকা গঠন করে, রীতি-নীতি এবং আচরন হচ্ছে তাদেরকে আকৃষ্ট করার পথ যাদেরকে তারা বলে পান্থি -” প্রকৃত পুরুষ ”, যেখানে কতিরা মহিলাসুলভ পুরুষ হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে এসব কতিরা সাধারনত সর্বসাধারনের এবং প্রতিবেশীর কাছে দৃশ্যমান এমএসএম, কিন্তু পান্থিরা তা নয়, কারন তারা প্রচ্ছন্ন যেকোন ” পৌরুষত্বপূর্ন ” পুরুষ হতে পারে।
- এই ” প্রকৃত ”পুরুষরা কতিদের সাথে যৌনতায় লিপ্ত থাকার কারনে নিজেদের সমকামী বা কম পৌরুষত্বপূর্ন পুরুষ হিসেবে দেখে না। তারা কতিদের মধ্যে প্রবেশ করায়, যারা ” প্রকৃত পুরুষ ” নয় - তারা হচ্ছে কতি।
- অন্য কথায় পৌরুষত্বের মধ্যে আমাদের অনেক বর্নীলতা আছে

প্রাসঙ্গিক বিষয়ের বিন্যাস

- সংস্কৃতিতে যেখানে সর্বসাধারনের জায়গায় মেয়েদেরকে অন্তর্ভূক্ত করে না, যা সামাজিকভাবে মেয়েদের সংরক্ষন করে এবং পুরুষ দ্বারা তাদের চলাফেরা নিয়ন্ত্রীত এবং যেখানে যৌনাচরন সমুহ যৌন পরিচিতির চেয়ে বরং জেন্ডার পরিচিতির ভিত্তিতে গঠিত, অনেক "পৌরুষত্বপূর্ন " পুরুষের যৌন কাজ করা সম্ভব কতিদের সাথে বা কম " পৌরুষত্বপূর্ন " বলে বিবেচিত পুরুষের সাথে, যেমন-তরুন পুরুষরা এবং নব যুবকরা।
- এই জেন্ডারকৃত গতিশীলতার মাধ্যমে বিভিন্ন পরিবেশে কতিদের সংখ্যা হিসেব করা সম্ভব হতে পারে কিন্তু তথাকথিত গোপন বা গুপ্তি কতিদের - যারা গোপন থাকে, তাদের হিসেব করা যায়না। এটি " পৌরুষত্বপূর্ন " সঙ্গীর সংখ্যা ও চিহ্নিত করেনা। এসব কতিদের পার্ক, রেল ষ্টেশন, এবং এধরনের অন্যান্য উন্মুক্ত জায়গার চেয়ে কর্মক্ষেত্রে সহজে পাওয়া যায়।
- কতি কাঠামোর পাশাপাশি, এখানে পুরুষে পুরুষে যৌনাচরনের অন্য গতিপ্রকৃতি আছে, যা লজ্জা-ভিত্তিক সংস্কৃতির কারনে তৎক্ষনাৎ সহজে পাওয়া যায়না। এখানে অর্ন্তভুক্ত আছে পরিবারের ভিতরে পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ, বন্ধুদের মধ্যে সেক্স, কেবলমাত্র ক্ষনস্থায়ী পুরুষ । এধরনের আচরন সমুহ পরিচিতি-ভিত্তিক নয় যেখানে একই- জৈবিক সেক্সের ভিত্তিতে আকাঙ্খা গঠিত হয় "শরীরের উত্তেজনা " এবং " বীর্যস্খলন " চাহিদা থেকে।
- এধরনের আচরন সমুহ খুবই গুরুত্বপূর্ন হতে পারে যেহেতু এখানে বিপরীতকামিতার সামাজিক গঠন সীমিত-যেটাকে আমরা বলতে পারি " আচরনগতভাবে বীপরিতকামি "- এবং যেখানে মেয়েদের যৌন সুবিধা খুবই সীমিত। বাংলাদেশ এবং ভারতে যা দেখা যায় তা হচ্ছে জেন্ডার ভুমিকা, বৈবাহিক অবস্থা এবং শ্রেনী র্পযায় ইত্যাদি হচ্ছে পরিচিতির প্রধান (আইডেনটিটি) ভিত্তি।
- গে সম্পর্ক সমুহ ব্যক্তিগত যৌন পরিচিতি (আইডেনটিটি) নির্ভরশীল, পারস্পরিক সম্পর্ক, বন্ধুত্বপূর্ন এবং বদলযোগ্য যৌন কাজ সমুহের ভিত্তিতে গঠিত - তারা সমরুচি সম্পন্ন একই লিঙ্গ/একই জেন্ডার গতিময়তার ভিতরে সম্পর্ক সমুহ গঠন করে ।
- কতি সম্পর্ক সমুহ, যাই হোক, জেন্ডার ভূমিকার ভিত্তিতে গঠিত - একজন " স্বামী এবং অন্যজন স্ত্রী " সম্পর্ক। কতিরা তাদের পান্থিদের বন্ধু নয় কিন্তু " বউ "। এই সম্পর্ক একই লিঙ্গের/ভিন্ন জেন্ডার চিহ্নিতকরন গতিপ্রকৃতির ভিত্তিতে গঠিত। কতিরা অন্য কতিদের সাথে বন্ধুত্ব করে যাদের সাথে তারা " কখনো " সেক্স করেনা। এটি কতিদের কাছে তাদের বোনদের সাথে সেক্স করার মতই মনে হয়।
- এটি বোঝায় না যে কতিরা লিঙ্গ প্রবেশ করায় না অথবা ঐ পান্থিরা লিঙ্গ গ্রহন করেনা। তারা করে, কিন্তু এই আচরন সমুহকে জেন্ডার প্রতিবন্ধক অতিক্রম হিসেবে দেখা হয় এবং এমনকি খুবই লজ্জাজনক বলে বিবেচনা করা হয়। তারা খুব গোপনীয়তা রক্ষা করে। এবং যখন কতিদের এই ধরনের আচরন সমুহের - দো-পারাটা, ডাবল-ডেকার, ডাবলি এবং এধরনের অন্যান্য কোন টার্ম থাকে, সাধারনভাবে এধরনের ব্যক্তিদের উপহাসের পাত্র হিসেবে দেখা হয় । একজন পান্থি যে লিঙ্গ গ্রহন করে তাকে গুপ্তি কতি বলা হয়, যখন একজন কতি অন্য পুরুষের মধ্যে লিঙ্গ প্রবেশ করায় বলে জানা যায় তখন তাকে একজন প্রকৃত কতি হিসেবে দেখা হয়না।
- অন্য পুরুষের প্রতি পুরুষের যৌন আকাঙ্খা একারনে পুরুষে পুরুষে যৌন আচরন হতে প্রাসঙ্গিকভাবে ভিন্ন হওয়া উচিত।
- হিজরা হচ্ছে সম্পূর্নরূপে/একেবারে একটি ভিন্ন কাঠামো। তারা একটি সমাজ-সাংস্কৃতিক ধার্মিক পরিচিতি (আইডেন্টিটি) উপস্থাপন করে, জেন্ডার চিহ্নিতকরনের ভিত্তিতে গঠিত

কিন্তু পুরুষ-মহিলা বাইনারী বিপক্ষতার ভিতরে নয়। যখন অনেক লোক বিশ্বাস করে হিজরা হচ্ছে জৈবিকভাবে উভলিঙ্গের বৈশিষ্ট্যপূর্ন, এটি সত্য নয়। হিজরাদের বেশীরভাগ জৈবিকভাবে পুরুষ, যেখানে অনেকে তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পুরোপুরি খোজা করে। তাদের সামাজিক গঠন হিন্দু গুরু নিয়মে এবং মেয়ে চিহ্নিত পারিবারিক গঠনের ভিত্তিতে গঠিত। হিজরাদের নেতৃত্ব বা জেন্ডার বিপক্ষতা উপলব্দি করা উচিত নয়, কিন্তু একেবারে ভিন্ন একটি জেন্ডার হিসেবে - একটি " তৃতীয় জেন্ডার " হিসেবে মনে হতে পারে। হিজরাদের " খোজা ", বা ট্রানভেস্টাইট, ট্রানসেক্সুয়াল বা এমনকি ট্রান্সজেন্ডার বলে ডাকা উচিত নয়। তারা হচেছ হিজরা। (নন্দা, সেরেনা:নাইদার ম্যান নর ওম্যান - হিজরাস অফ ইন্ডিয়া, ওয়াডসওর্য়াথ, ইউএসএ, ১৯৯০ এবং জাফ্রে: দি ইনভিজিবেলস - এ টেল অফ দি ইউনাকস অফ ইন্ডিয়া, ওয়েডেনফেল্ড এন্ড নিকলসন, ১৯৯৭ দেখুন।)

দক্ষিন এশিয়ার এমএসএম প্রসঙ্গ

পুরুষ যে অন্য পুরুষের সাথে যৌন কাজ করে (এমএসএম) তাদেরকে মানুষের একটি বিশেষ শ্রেনী/ক্যাটাগরি হিসেবে দেখা উচিত নয়, একটি সুনির্দিষ্ট পেশা বা কাজের মানুষ হিসেবে ব্যাখ্যা করা উচিত না, মহিলা যৌন কর্মী বা আইডিইউ এর সাথে বিসদৃশ, এমনকি ট্রাক চালক এবং বস্তীবাসীর সাথে, ভারতে বা বাংলাদেশে শ্রেণী বিন্যাসিত হয়েছে দাতা সংস্থা, এনজিও এবং জাতীয় এইডস প্রোগ্রামের দ্বারা। এমএসএম-এর পরিচিতি (আইডেনটিটি), আচরন, এবং চর্চার মধ্যে থাকতে পারে ব্যাপক ভিন্নতা (প্রায় হতবাক হওয়ার মত), যা বর্তমানে আছে বলে দেখা যায় তা হচ্ছে ব্যাপক যৌন আচরনে ভিন্ন ভিন্ন প্রাসঙ্গিকতার সহিত পুরুষত্বের সম্পর্ক।

যৌনতা জেন্ডার বিষয়ে সমসাময়িক গবেষনায় পরিস্কারভাবে দেখা যায় যে এসব বিষয়ে বিভিন্ন ক্যাটাগরী আছে, যেমন জেন্ডার ক্যাটাগরী হিসেবে পুরুষ বা নারী, এবং যৌন ক্যাটাগরীতে বিপরীতকামীতা ও সমকামীতা, এগুলি দক্ষিন এশিয়ার বর্তমান ব্যাপক পরিচিতি (আইডেন্টিটি), আকাঙ্খা ও চর্চা সুমহকে ব্যাখ্যার জন্য উপযুক্ত নয় (ক্যারল জেনকিনস, কেয়ার বাংলাদেশ, ১৯৯৯- এর সাথে ব্যক্তিগত আলোচনা)। " গে " টার্মটি বা " সমকামী " টার্মটিও গঠিত হয়েছে একটি সুনির্দিষ্ট ইতিহাস, ভৌগলিক, ভাষা এবং সংস্কৃতির ভিত্তিতে এবং তাদের বিভিন্ন সংস্কৃতির উৎস হতে যৌক্তিক প্রয়োজনীয়তায় গড়ে উঠেছে। এজন্য আমাদেরকে কথা বলতে হবে যৌনতা, জেন্ডার এবং কমপক্ষে সমকামীতা ও বিপরীতকামীতা সম্পর্কে। যেখানে ইউএনএইডস ও অন্যান্যরা বলছে আচরনগত সমকামীতা সম্পর্কে, আমরা আরো কথা বলতে পারি দক্ষিন এশিয়ার প্রেক্ষিতে আচরনগত বিপরীতকামীতা সম্পর্কে।

এগুলির সবকিছুর পিছনেই আছে পুরুষ ও নারীর জেন্ডার পৃথকীকরন। ভারত ও বাংলাদেশ এমএসএমদের মধ্যে নিজ পরিচিতির (Self-identity) ব্যাপারে বর্নীল ভিন্ন ভিন্ন ক্যাটাগরী দেখা যায়, যেখানে তাদের বেশীরভাগই একই যৌন আকাঙ্খা প্রকাশ করে, সাধারনত তাদের নিজেদেরকে চিহ্নিত করে একটি ভিন্ন জেন্ডার ক্যাটাগরীতে যেটি নারী সুলভ, তাদেরকে প্রকাশ করে নারীর ভাষায়, কখনো কখনো পোশাক দ্বারা, মেক-আপ ও রীতি-নীতির মাধ্যমে এবং যাদের নিজেদের বিশেষ গোপন ভাষা আছে (উল্টি-হিজড়া ভাষার একটি পরিবর্তিত রূপ) যা বেশীর ভাগ জনসাধারনই জানেনা। এই সকল ব্যক্তিরা নিজেরা নিজেদেরকে কতি বলে আখ্যায়িত করে, কিন্তু এটি একটি সামাজিকিকরন ও সামাজিক ভূমিকা, যেখানে একজন নতুন কতি গোচরীভূত

হয় অন্য পুরুষের প্রতি যৌন আকাঙ্খা সহ (এবং প্রায় গোচরীভূত হয়না, কিন্তু পূর্ন উদ্যোগে) সে তার চেয়ে বয়সে বড় কতির সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তুলবে এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ভূমিকা, আচরন (যৌনাচরন সহ), রীতি-নীতি ও ভাষা শিখবে। এবং এটি হচেছ সেই কতি কাঠামো যেটিকে দক্ষিন এশিয়ায় এমএসএম বিষয় সমুহকে নিয়ন্ত্রীত করতে দেখা যাচেছ যা ঐ জনগোষ্ঠীর ৭০% এরও অধিককে প্রতিনিধিত্ব করে।

পুরুষ-নারী যৌন সম্পর্কের মধ্যে কতিরা নিজেদেরকে নারী হিসেবে দেখে, এবং সংস্কৃতি থেকে উপলব্দিকৃত জেন্ডারের ভূমিকা পালন করে। বেশীরভাগ কতি তাদের পছন্দের সাথে স্বাচছন্দ্য বোধ করে, যদিও বাংলাদেশ ও ভারতের লজ্জা-র্নিভর সংস্কৃতিতে এটিতে ব্যাপক লজ্জা প্রকাশিত হয়। এসব মানুষ, যাদের কতিদের সাথে সম্পর্ক আছে সেক্স করার জন্য, মাঝে মাঝে যৌন সম্পর্ক ও র্পাটনারের সম্পর্ক, কতিরা তাদেরকে দেখে প্রকৃত পুরুষ হিসেবে তাদেরকে যারা গমনের ভূমিকা পালন করে, যারা একটিভ এবং প্রবেশ করানোর ভূমিকায় থাকে। এই ধরনের পুরুষরা নিজেরা নিজেদেরকে সমকামী হিসেবে দেখেনা, যেহেতু তারা যাদের সাথে সেক্স করে তারা পুরুষ নয় বরং নারীসুলভ পুরুষ কতি। তাদের কাছে তাদের নিজেদের জন্য কোন যৌন পরিচিতি (আইডেন্টিটি) নাই, কিন্তু একটি যৌনাচরন চর্চা করছে, যার বেশীরভাগই " শারীরিক উত্তেজনা " ও " স্খলন " ভিত্তিক।

তারা তাদেরকে দেখে প্রকৃত পুরুষ হিসেবে। তাদেরকে বোঝানোর জন্য পান্থি এই লেবেলটি ব্যবহার করে কতিরা, যার র্অথ হচেছ প্রকৃত পুরুষ, একজন পুরুষ যে তাদের সাথে সেক্স করার সময় প্রবেশ করানোর ভূমিকায় থাকবে, এবং যে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মহিলার সাথেও যৌন কাজ করবে। অনেক কতিরা বলে সকল পুরুষই গুরুত্বর্পূন পান্থি, তাদেরকে যৌন সঙ্গী হিসেবে পাওয়া যায়, পুরুষে পুরুষে যৌন আকাঙ্খার ভিত্তিতে নয় বরং যৌন স্খলনের জরুরী উপলব্দির কারনে।

জনসাধারন হিসেবে তাদের জেন্ডার অনুযায়ী কাজের অংশ হিসেবে, অনেক নিম্ন-আয়ের কতি দল মুখে খাওয়ার জন্য নিয়ন্ত্রন বড়ি খায় (হরমোন ইনজেকশন ক্রয়ের সার্মথ্য অনেকেরই নাই বা অনেকের কাছে এটি সহজলভ্য নয়) তাদের স্তন বড় করার জন্য, যা তারা বর্ননা করেছে যে পান্থিরা তাদের যৌন র্চচার অংশ হিসেবে কতিদের স্তন চাপতে পছন্দ করে। ব্যাপক আলোচনার মাধ্যমে জানা যায় যে এই পুরুষ কতৃক মুখে খাওয়ার জন্য নিয়ন্ত্রন বড়ি খাওয়ার র্কাযটি যথেষ্ট পরিমানে হয়, তবে এটি আরো বেশী করে নারীদের মত দেখাবার জন্য নয়, কিন্তু যৌন সঙ্গী হিসেবে পান্থিকে আকৃষ্ট করার একটি উপকরন হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়।

সামাজিক কাঠামো, র্ধমীয় এবং পারিবারিক চাপ এটা নিশ্চিত করে যে বেশীরভাগ কতি অবশেষে একসময় বিয়ে করবে এবং সন্তান জন্মদিবে, এটা কোন ব্যাপার না যে তারা এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে কতদীর্ঘ সময় নিবে। পছন্দটি প্রায়ই কঠিন। কারন এটি তার পরিবারের সাথে বসবাস বা ছেড়ে যাওয়ার বিষয় সম্পর্কিত! এবং এব্যাপারে সামাজিক সংর্বধনার রীতি সহজলভ্য নয়, পছন্দের কোন চিন্তা-চেতনা সেখানে নেই। এই সার্বক্ষনিক চাপ ব্যাপক মনোস্তাত্বিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, এগুলি হল, তাদের স্ত্রীর সাথে পারমেন্স ভাল না হওয়ার একটি হতাশা ও ভয়, একজন " প্রকৃত পুরুষের " সার্বক্ষনিক খোঁজ করা যে তাকে বিয়ে করবে এবং

তাকে দেখাশোনা করবে। এই আলোচনায় অনেক কতি বলেছে যে তারা (পান্থিরা) এমনকি মাঝে মাঝে মহিলা যৌন কর্মীদের ব্যবহার করবে পায়ু পথে সেক্সের "র্চচা " বজায় রাখার জন্য।

নিম্ন-আয়ভূক্ত কতিদের মধ্যে কিছু কতি আয়ের উৎসের জন্য যৌন র্কমী হয়ে যায়। সাধারনত এই আয় পরিবারকে সাহায্য করার জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এটি মনে রাখা দরকার যে সকল পুরুষ যৌন কর্মী কতি নয়, এবং সকল কতি যৌন র্কমী নয়।

পান্থিদেরকে তুলনামুলক কম পরিস্কারভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়, সকল বয়সের ও ধরনের হওয়ার ফলে, যেমন: বিবাহিত ও অবিবাহিত, বর্নাঢ্য পেশা ও আয়ের, কে, স্বল্প সময়, অন্য পুরুষের সাথে সেক্সকে উপভোগ করা বা বর্নিত যে তাদের কাছে নারী সহজপ্রাপ্য নয়, এবং তারা তাদের " শরীরের উত্তেজনা " নিয়ন্ত্রন করতে পারেনা এবং "স্খলনের" জরুরী প্রয়োজনীয়তা। সেখানে তাৎক্ষনিকতা, জরুরী প্রয়োজন, সুযোগ এবং কতিদের সাথে তাদের যৌনাচরনের সহজলভ্যতার একটি জোড়ালো যুক্তি আছে।

এবং অবশ্যই সকল পান্থি হয়তো বিয়ে করবে নতুবা কখনো না কখনো বিয়ে করানো হবে যা ভারতীয় সংস্কৃতিতে সামাজিক, র্ধমীয় এবং পারিবারিক আশা পূরন করার জন্য এবং এটি সব পুরুষের ক্ষেত্রে।

কিন্তু এটি ছাড়া ও পরিচিতি (identity), আকাঙ্খা এবং আচরনের "র্সব সাধারন" কাঠামো হচেছ এমন একটি বিষয় যা অধিক অদৃশ্যমান, যা এইচআইভি প্রতিরোধের সাথে সম্পর্কিত একটি বিষয়ও। একটি অজানা অংশের পুরুষরা কম বয়সে পুরুষে পুরুষে যৌন কাজের অভিজ্ঞতা লাভ করে, এবং তা প্রায়ই পুরুষ - মহিলা যৌন অভিজ্ঞতার আগে এবং প্রায় পারিবারিক আত্মীয়- এর সাথে যেমন চাচাতো-খালাতো-ফুফাতো ইত্যাদি ভাই বা চাচা-মামা-দের সাথে বা এমনকি বন্ধুদের সাথে। এই ধরনের আচরন থাকে " সর্বসাধারনের আড়ালে " প্রতিবেশীদের মধ্যে, ব্যক্তিগত বাসায়, হোস্টেলে, গেস্ট- হাউজে, হোটেলে, বিভিন্ন দোকানে এবং অন্যান্য প্রাইভেট স্থানে। এখানে কতি/পান্থি কাঠামোর বিষয় সমুহ ভাল ভূমিকা রাখতে পারে। প্রায়ই উভয় সঙ্গী যৌন কার্যে জড়িত থাকে কিন্তু যৌন সংক্রান্ত পরিচিতি (identity) প্রকাশ করেনা, কিন্তু চাহিদা বা প্রয়োজনীয়তার কথা বলার বদলে তারা বলে " উত্তেজনার মুহূর্তে বা ঘুমের মধ্যে আমি এটা করেছি "।

কিছু সংখ্যক মানুষ ভালভাবেই পাওয়া যেতে পারে যে যারা পুরুষের মধ্যেকার যৌন অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তাদের নিজেদের যৌন আকাঙ্খা ও জেন্ডার ভূমিকা অধিকতর পছন্দের কারনে, এবং কতিদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য, তাদের নিজেদের কতি পরিচিতি (identity) গঠন করতে। অন্যান্যরা তাদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কোন ভাষ্য দেবেনা, এবং বিয়ের পর বন্ধ করে দিতে পারে, বা তাদের মহল-ার স্থানীয় কতি বা ছেলেদের সাথে চালিয়ে যেতে পারে।

কতিদের মধ্যে অনেক সংখ্যক, " সহজাত " এবং র্চচার একসেস আছে ব্যাপক সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের সাথে আর এই একসেস আছে সেক্সের জন্য, এবং এটিকে বাংলাদেশ ও ভারতে

পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ করে এমনদের প্রধান কাঠামোতে প্রবেশের মুহূর্ত হিসেবে দেখা যেতে পারে।

সম্ভবত যেখানে " আচরনগত সমকামীতা " এই টার্মটি ইউএসএইডস ও অন্যান্যরা ব্যবহার করছে, এদের সাথে সাথে আমাদের উচিত পুরুষত্বের বিভিন্নতা, পুরুষ যৌন আচরন, জেন্ডার, পরিচিতি (identity) এবং পুরুষে পুরুষে যৌন কাঠামোর এক ঝলক দেখার জন্য এই টার্মটি ব্যবহার করা।

পরিস্থিতিগত পরিচিতি

এই ধরনের বিশ্বাস ও চর্চা অনেক কতিদের যে ধরনের কার্য সম্পাদন করতে উৎসাহিত করে তাকে পরিস্থিতিগত পরিচিতি বলা যেতে পারে। এটি হচ্ছে পরিবারের বাসার মধ্যে এবং মহল্লার মধ্যে যেখানে তারা অল্প বয়সে (কিংবা খুব অল্প বয়স নয়) পুরুষ হিসেবে ভূমিকাভিনয় করবে, একই সাথে বিশেষ পরিবেশে, তারা কতিদের মত অভিনয় করবে অন্য কতিদের সাথে, বা সম্ভাবনাময় " পৌরুষত্বপূর্ন " পুরুষ যৌন সঙ্গীকে আকৃষ্ট করার জন্য। এইসব আচরনে প্রায় যা থাকে তা হচ্ছে পশচাদ্দেশের অতিরিক্ত দোলানী, কব্জির শিথীল ভাব, চোখের নাড়াচাড়া, মুখে একটি আঙ্গুলের ছোঁয়া, উল্টির ব্যবহার ইত্যাদি। এইসব অঙ্গভঙ্গি পান্থির কাছে যৌন সহজপ্রাপ্যতা ব্যাখ্যা করে।

পরিস্থিতিগত পরিচিতি দৃশ্যমান পরিচিতির পছন্দ, আকাঙ্খা ও আচরন, পারিবারিক ও সামাজিক স্থবীরতা, এবং টেনশন কমানো, হ্যারাসমেন্ট ও ভাইওলেন্স-এর একটি নকশা হিসেবে কাজ করে। এটির আরো অর্থ হচ্ছে যে কতি পরিচিতির একটি অংশ হিসেবে এটির একটি যথেষ্ট পরিমানের ভূমিকা আছে। বিভিন্ন আলোচনায় কতি - চিহ্নিত পুরুষদের বক্তব্য অনুযায়ী এই ধারনার জন্ম দেয় যে সামাজিক নেটওর্য়াকের অংশ হতে সর্মথ্য হওয়ার জন্য তারা অন্যান্য কতির সাথে কতির অভিনয় করে, যেটি তাদের দ্বারা গ্রহনকৃত, তাদের যৌন আচরন ও পরিচিতি পছন্দের কারনে নয়, যেমনঃ তারা যৌন ক্রিয়ায় নিজেদেরকে দেখে প্রদানকারী ও গ্রহনকারী উভয় হিসেবে।

সহায়তা এবং বন্ধুত্বের নিয়ম

কতিদের জন্য, তাদের প্রধান সহায়তা এবং বন্ধুত্বের নিয়ম সমুহ অন্যান্য কতি এবং তাদের নিজেদের পরিবার দ্বারা তৈরীকৃত। এটি জেন্ডারকৃত কাঠামোও প্রকাশ করে যা বেশীরভাগ কতির পরিচিতি, এবং পরিস্থিতিগত পরিচিতির বাহীরে থাকা।

বাংলাদেশ ও ভারতের সাংস্কৃতিক রীতিতে, ছেলে এবং মেয়েতে খুব কমই বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। সর্বসাধারনের কর্মক্ষেত্র হচ্ছে পুরুষ শাষিত। এবং সর্বসাধারনের এলাকায় পুরুষে পুরুষে বন্ধুত্ব প্রকাশিত।

কিন্তু কতিরা পুরুষদেরকে অব্যক্ত/প্রচছন্ন পান্থি হিসেবে দেখে, এবং প্রায়ই তাদের সাথে এধরনের আচরন করে। একজন কতির জন্য এটি খুবই বিরল যে একজন " পুরুষ " এর সাথে অযৌনমুলক বন্ধুত্ব গড়ে তোলা। কতিরা " একজন স্বামী খুজার " আকাঙ্খা প্রকাশ

করে, কিন্তু এই প্রসঙ্গে কতিরা এমনকি স্বীকার করে যে এই " স্বামী " বিয়ে করবে এবং তার স্ত্রীর সাথে জীবন যাপন করবে।

পরিস্থিতিমুলক পরিবেশে কতিরা অন্যান্য সর্বসাধারনের সামনে এবং বাড়িতে পুরুষ হিসেবে অভিনয় করবে এবং এভাবে অন্যান্য প্রতিবেশী পুরুষের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে উঠবে এবং আত্মীয়রা তার পরিচিতি পছন্দ এবং যৌন আচরন গোপন রাখে। কিন্তু এমনকি এই ক্ষেত্রে, কতিরা বন্ধুদের সাথে সেক্স করা প্রসঙ্গে মাঝে মাঝে বলে, এসকল ছেলে বন্ধুদের সাথে। কিন্তু অন্য কতিদের সাথে কখোনই নয়।

সহায়তা রীতি সমুহের প্রতি ঝোঁকা কতি বন্ধুত্বপূর্ন নেটওয়ার্কের সংকীর্ন ক্ষেত্রের ভিতরে প্রকাশিত, সাধারনত সর্বসাধারনের পরিবেশে, যদিও কতিরা মাঝে মাঝে অন্য কতিদের বাড়িতে ভিজিট করে, বিশেষ করে যখন ঐ কতির নিজের একটি রুম থাকে। এখানে আবার এই স্থান প্রায় যৌন কার্য ক্ষেত্রে পরিনত হয় যেহেতু কতি বন্ধুরা তাদের পার্টনারদের নিয়ে আসে যেহেতু এটি একটি গোপন/নির্জন স্থান।

কতিদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্কের বন্ধন খুব শক্তিশালী, প্রায়ই একজন আরেকজনকে মেয়ে সম্পর্কের টার্ম সমুহে ডাকে, যেমন-বোন, খালা/ফুফু, মা এবং এরকম।

এখানে অনেক পার্শ্বস্থ এবং স্বাভাবিকভাবে সম্পর্ক সমুহ মহিলা পরিবার গঠনের ভিত্তিতে গঠিত, যা সত্য স্বীকারোক্তি দাবি করে, কিন্তু মাঝে মাঝে এটিও " হিসহিস শব্দ" তুলে এবং পোশাক-পরিচ্ছদ, মেক-আপ, আকৃতি-প্রকৃতি এবং অব্যক্ত যৌন সঙ্গী সমুহের একসেস নিয়ে বিবাদ/মন কষাকষি উৎপন্ন করে ।

নৈতিকতা, আবেগ এবং অর্থনৈতিক সমর্থনের কারনে কতিরা সবসময় অন্য কতিদের প্রতিষ্ঠান খোঁজে যেখানে পরিবার তা দিতে পারেনা, অথবা দেয় না।

পরিবার

যৌথ ও সম্প্রসারিত পারিবারিক সম্পর্ক শক্তভাবে ধরে রাখা হয় রীতি, প্রথা, বিশ্বাস, চর্চা এবং অর্থনৈতিক চাহিদা ইত্যাদির মাধ্যমে। তাদের মূল্যবোধ শায়িত থাকে একটি একটি সমাজে সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যান সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান করা যা কখনো ছিল না। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বেকার, অবিবাহিত, অনেক সন্তান আছে, প্রতিবন্ধি-দের মত বৃদ্ধরা সহায়তা পেয়ে থাকে। পারস্পরিক সহযোগিতার রীতিতে সবার একসাথে থাকাটাকে একটি নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে দেখা হয়, যেখানে একসাথে থাকাটা হচ্ছে শারীরিক ও মানসিকভাবে একসাথে থাকা। উদাহরন স্বরূপ, একটি ছোট শহর বা গ্রামে বসবাসরত অবস্থায় কাজের জন্য বড় শহরে যখন অস্থায়ী হিসেবে থাকে তখনও প্রায়ই সে ব্যক্তি ঐ শহরে বসবাসরত কোন সম্প্রসারিত পরিবারের সাথে থাকে।

প্রাসঙ্গিক বিষয়ের বিন্যাস

এই ধরনের সম্প্রসারিত পরিবার রীতি এককভাবে থাকার সামাজিক অবস্থার দিক থেকে ঐ ব্যক্তিকে মুক্ত রাখে। এই ধরনের আবেগীয়, মানসিক ও অর্থনৈতিক সহায়তা জন্য পরিবারের উপর নির্ভর করাটি নিজে একা টিকে থাকার বোঝা অনেকটা কমিয়ে দেয়। কিন্তু পরিনতিতে, ব্যক্তি স্বাধিনতার ধারনাটি আস্তে আস্তে লোপ পাচ্ছে। ব্যক্তিগত পছন্দ ও আকাঙ্খা বলে কিছু থাকে না তা হয়ে উঠে পরিবারের পছন্দ ও আকাঙ্খা। বিয়ে, সন্তান এবং পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্বই হচ্ছে প্রধান বিষয়।

বিবাহ

দক্ষিন এশিয়ায়, বিয়ে একটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধামিক প্রয়োজনীয়তা, মানুষের বেচে থাকার একটি প্রধান ইস্যু এবং পরিবারের এবং জনগোষ্ঠী ভিত্তিক জীবনের প্রধান অবলম্বন। এটি সামাজিকভাবে এবং ধার্মিকভাবে আবশ্যিক দায়িত্ব হিসেবে দেখা উচিত পারিবারিক এবং জনগোষ্ঠী সমুহের বন্ধনকে টিকিয়ে রাখার জন্য। বিয়ে হচ্ছে প্রাপ্ত বয়স্ক, সামাজিক দায়িত্ববোধের চিহ্ন এবং ব্যক্তির একটি অর্জন।

প্রথাগতগতভাবে, বিয়ের আয়োজন করা হয় দুটি সম্প্রসারিত পরিবারের মধ্যে। এই ধরনের আয়োজনের ভিত্তি হচ্ছে অর্থনৈতিক ও আন্ত-পারিবারিক যোগাযোগ সম্পর্কিত। শহুরে পরিবেশে পছন্দের একটি ব্যাপার থাকতে পারে এবং মধ্যবিত্ত শ্রেনির মধ্যে "ভালবাসার বিয়ে"-এর ধারনাটি গড়ে উঠছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিয়ের ব্যাপারে নিজের কোন পছন্দ চলে না। হ্যার্‌ড তার "সেইম সেক্স কালচার (Same Sex Culture) বই এ যে বিবৃতি দিয়েছেন সে অনুযায়ী" "কোন মানুষ বিয়ে ও সন্তান জন্মদান না করা পর্যন্ত পূর্ন বয়স্ক হয় না" (পাতা-৫)।

অবিবাহিত থাকাটাকে পরিবার ও অন্যান্যদের দিক থেকে দেখা হয় নৈতিকতার অবনতি, এক ধরনের অসুস্থতা হিসেবে যা পরিবারের উপর লজ্জা ও অসম্মান বয়ে আনে, তৈরী করে পারিবারিক ও সামাজিক অস্বাভাবিকতা। সন্তান না থাকাটিকে দেখা হতে পারে একটি অভিশাপ হিসেবে।

কিন্তু এই বিয়ে সাধারনত বন্ধুত্ব বা আকাঙ্খা ও ভালবাসার ভিত্তিতে হয় না। বিবাহিত এমএসএমদের মধ্যে খুবই কম সংখ্যাক বিয়ের বাহীরে অন্য পুরুষের সাথে বা একই উদ্দেশ্যে অন্য নারীর সাথে তাদের যৌনাচরনের কথা নিজেদের স্ত্রীকে জানায়। তারা বিশ্বাস করে যে তাদের স্ত্রীদেরকে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদানের জন্য তাদেরকে পর্যাপ্ত পরিমানে স্বামীদের মত কাজ করতে হবে এবং সন্তান জন্ম দানের জন্য যৌন কাজ করতে হবে। বিয়েকে বিবেচনা করা হয় একটি দায়িত্ব হিসেবে আর স্ত্রীর সাথে যৌন কাজকে দেখা হয় সন্তান উৎপাদনের মাধ্যম হিসেবে।

স্ত্রীকে দেখা হয় সন্তানদের মা ও প্রতিপালক হিসেবে, বন্ধু বা প্রেমিক হিসেবে নয়। বিয়েকে পরম সঙ্গির সাথে বসবাস হিসেবে দেখা হয় না। এবং পুরুষ নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতির কারনে ও সামাজিক স্থানগুলিতে পুরুষের কতৃত্বের কারনে, একজন পুরুষকে অন্যান্য পুরুষদের সাথে বেশী সময় কাটাতে দেখা যাওয়া উচিত নতুবা তাকে দেখা হবে একজন দুর্বল পুরুষ হিসেবে এবং নারীর তূল্য হিসেবে।

মনোস্তাত্ত্বিক বিষয় সমূহ

যৌন শিক্ষা বৃহৎভাবে অনুপস্থিত। পুরুষ ও নারীর শরীর, প্রজনন, যৌনাঙ্গ সমূহ সম্পর্কে জ্ঞান বর্তমানে অনুপস্থিত।

এটি বিভিন্ন মিথ্যা বিশ্বাস (মিথ্স), মনোভাব ও চর্চার জন্ম দেয়, এবং এগুলি সত্য ও সহায়ক হিসেবে গ্রহনকৃত। শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতার উৎস হিসেবে হস্তমৈথুন সম্পর্কে যথেষ্ট দু:শ্চিন্তা পরিলক্ষিত হয়, যেটিকে মনে করা হয় পুরুষত্ব হ্রাসকারক, এবং পুরুষাঙ্গের কার্যক্ষমতা হ্রাসকারক হিসেবে। স্বপ্নদোষ, হস্তমৈথুন, পুরুষাঙ্গেও আকার ও আকৃতি বিষয়ে তারা সবসময়ই ডাক্তারী চিকিৎসা চায়। অনেকে রাস্তার "কোয়াক"দের কাছ থেকে তাদের উপলব্ধিকৃত দুর্বলতার জন্য বিভিন্ন ঔষধপত্র খেয়ে থাকে।

একই সময়ে, তাদের নিজেদের ও নারীর শরীর সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব তাদেরকে অনেক সময় ঝুঁকিপূর্ন চর্চার দিকে নিয়ে যায়, যেমন দ্রুত বীর্য স্খলন, অথবা শুকনা যৌন কাজ ও দ্রুততার সাথে লিঙ্গ উঠা-নামা করানোর কারনে পায়ু বা যোনি পথে রক্ত ক্ষরন।

প্রজননের ক্ষেত্রেও অনেক ভূল বিশ্বাস (মিথ্স) ও মনোভাব আছে, যেখানে অনেক তরুন ও যুবকের ধারনাই নাই যে কিভাবে বাচ্চা জন্ম লাভ করে, বা এমনকি কিভাবে এই প্রক্রিয়া শুরু হয় সে সম্পর্কে।

জেন্ডার

পুরুষে পুরুষে যারা যৌন কাজ করে সেখানে দেখা যায় পুরুষত্বের ব্যাপক ভিন্নতা, বিভিন্ন বর্নময়তা, যেখানের একটি প্রান্তে হচ্ছে হিজড়া, তারপর কতি এবং তারপর কতিদের সংজ্ঞায়ীত "প্রকৃত পুরুষ"-পান্থি। কতিরা বিশ্বাস করে তারা পুরুষ নয় তারা হচ্ছে নারী, বা এমনকি তারা নারীতে পরিবর্তন হতে চায়। তরা তাদেরকে "পুরুষ থেকে কম কিছু" হিসেবে দেখে, কিন্তু আবার "নারী থেকে বেশী কিছু একটা"। যেখানে তারা নারীর সাথে চিহ্নিত হয়, বেশীরভাগ চিহ্নিকরন হচ্ছে "প্রকৃত পুরুষদের যৌন সঙ্গি হিসেবে আকৃষ্ট করার মাধ্যম হিসেবে অভিনয় সম্পর্কিত।

পুরুষ ও নারীর জেন্ডার ভূমিকা কঠোরভাবে বিভক্ত হয় যৌন পজিশন, পোষাক, রীতি-নীতি এবং কাজের ধরনের ভিত্তিতে। এইসব ভূমিকা পুরোহীত বর্গীয় ও বিপরীতমূখি। নারীরা হচ্ছে "গ্রহনকারী", "সেবা প্রদানকারী", "মনযোগ্য", "স্ত্রী" ও মা। কতিদের জেন্ডার পরিচিতিও "গ্রহনকারী", "সেবা প্রদানকারী", "মনযোগ্য", তাদের পান্থিদের "স্ত্রী"। অনেক কতি "স্বামী পাওয়ার" কথা বলে, আক্খার লিগাম (বড় পুরুষাঙ্গ অর্থে ব্যবহৃত) এর অধিকারী একজন "প্রকৃত পুরুষ" খুজে।

কিন্তু এ বিষয়ে তীব্র পারস্পরিক বিরোধিতা দেখা যায়। সর্বসাধারনের স্থানে কতিরা (হিজড়াদের মত) সার্বক্ষনিক আলোচনার বিষয় হতে পারে, যৌন দিক থেকে সক্রিয় (ক্রুজিং সাইটে সাধারনত কতিরা পান্থিদের প্রস্তাব করে)এবং যৌন কাজকে নিয়ন্ত্রন করবে, যদিও সে হচ্ছে

গ্রহনকারী। এবং এটিকেও চিহ্নিত করা দরকার যে অনেক কতিই তাদের স্ত্রীদের সাথে স্বামী ও বাবার ভূমিকা পালন করছে।

কিন্তু এটিকে চিহ্নিত করতে হবে যে যেহেতু কতিরা সমাজ স্বীকৃত জেন্ডারের ভমিকা পালন করছেনা, যেটি তাদের নিজ-সংজ্ঞায়িত, ভাষা ও আচরন বহন করে জেন্ডারের স্বন্ধ ও যৌনাচরনের একটি পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো,এটি তাদের এসটিআই/এইচআইভি সংক্রমন ও ছড়ানোন ঝুকিকে বৃদ্ধি করে।

জীবনের জন্য ক্রীয়া/কাজ

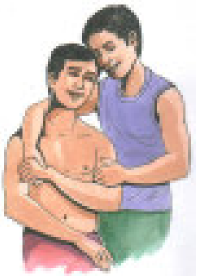

ভূমিকা

সারা বিশ্বের সকল দেশ ও জনগোষ্ঠী এইচআইভি/এইডস এর চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে এবং যেখানে আফ্রিকার দেশসমুহে এইডসে মৃত্যু বরনকারীর সংখ্যা দিনদিন বাড়ছে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে দক্ষিন এশিয়ার দেশসমুহ (তাছাড়া এশিয়ার অন্যান্য দেশসমুহ) মহামারীর দ্বারপ্রান্তে দাড়িয়ে আছে। এটি পরিস্কার যে এইচআইভির ছড়ানোকে নিয়ন্ত্রন ও ম্যানেজ করার যদি কোন আশাব্যঞ্জক উপযুক্ত কৌশল থেকে *থাকে যার মাধ্যমে সংক্রমনের এবং এইডসের লেবেল* ও হারকে কমানো যায় *তাহলে* সেলক্ষ্যে সরকারী, বেসরকারী ও জনগোষ্ঠী *ভিত্তিক সংস্থা* সমুহকে *এই চ্যালেঞ্জ* মোকাবেলার জন্য অবশ্যই একসাথে কাজ করতে হবে।

বর্তমানে এইচআইভির কোন প্রতিষেধক নেই ও এইডসের কোন সম্পূর্ন নিরাময়যোগ্য চিকিৎসা নেই। বর্তমানে যখন ব্যাপক ডাক্তারী চিকিৎসা (এআরভি) সহজপ্রাপ্য কিন্তু এগুলি যে কাজে আসবে তা হলো জীবনকে আর একটু দীর্ঘায়ু করা এবং এইচআইভি জনিত অসুস্থতাকে কমাতে, কিন্তু এ চিকিৎসা খরচ খুবই ব্যায়বহুল বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশসমুহে।

প্রকৃত আশা হচ্ছে দক্ষিন এশিয়া ও অন্যান্য দেশসমুহে এসটিআই/এইচআইভি প্রতিরোধের কৌশল গঠন নিশ্চিত করা যা সকল ঝুকির্পূন আচরন ও চর্চা সমুহ নিয়ে কাজ করবে। কোন দেশই তার দেশের মধ্যে কি হচেছ তা অগ্রাহ্য বা অস্বীকার করতে পারবেনা, হোক সেটি বিশেষ ঝুকির্পূন যৌনাচরন কিংবা অপরাধযুক্ত পরিচিতি (আইডেন্টিটি) যা মনে করা হয় অনৈতিক,অবৈধ, বা এ সংস্কৃতির বিরুদ্ধ। এধরনের অস্বীকার বা অপরাধযুক্তকরন এইচআইভি সংক্রমনকে পুরো দেশব্যাপী দ্রুত ছড়িয়ে যাওয়ার জন্য একটি সহায়ক অবস্থার সৃষ্টি করে।

শেষ কিছু বছর যাবৎ নাজ ফাউন্ডেশন ইন্টারন্যাশনাল দক্ষিন এশিয়ায় অনেকগুলি প্রশিক্ষন পর্ব পরিচালনা করেছে যেগুলি পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ করে এমনদের মাঝে যৌন স্বাস্থ্যের ঝুঁকি ও চাহিদা নিরুপনী সংক্রান্ত এবংএগুলি ছিল স্থানীয় যৌন নেটওয়ার্কসমুহের নিজেদের স্বাস্থ্য সেবা সমুহ গঠনের জন্য কারীগরি সহায়তা প্রদানের একটি অংশ। এ কাজের সময়, উন্মোচিত হয়েছিল সমন্বিত গঠন, পুরুষত্ব এবং যৌন পরিচিতি (আইডেন্টিটি), যারা পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ করে অন্যদের যৌনাচরন, যৌন স্বাস্থ্য সেবা গ্রহনের আচরন, কনডম ও লুব্রিক্যান্টের সহজপ্রাপ্যতা, যৌনাচরনের সামাজিক/সংস্কৃতিক গঠন, সেক্সুয়াল ও জেন্ডার পরিচিতি (আইডেন্টিটি) এবং উপযুক্ত (যদি থাকে) যৌন স্বাস্থ্য সেবা সমুহের সহজপ্রাপ্যতা। এগুলির বেশীরভাগই হওয়া উচিত পুরুষ যৌন স্বাস্থ্যের সাধারন কাঠামোর আওতায়, যদিও পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ পরিস্কার ভাবে অপরাধযুক্ত এবং যখন এ ধরনের কোন ব্যাক্তি বা আচরন সাধারন মানুষের নজরে আসে তখন তারা নিগৃহীত হয়।

এটি পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করা দরকার যে অস্বীকৃতি, অদৃশ্যমানতা, অপরাধদান এবং অবৈধতা (প্রায় ক্ষেত্রেই ধর্মীয় ও সামাজিক উভয় আইন অনুযায়ী) ইত্যাদির কারনে পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ ইতিমধ্যেই মুখোমুখি হয়েছে বিবেচনা করার মত হ্যারাসমেন্ট, ভাইওলেন্স এবং সম্ভাব্য

অবরোধের ঝুঁকিতে। এইচআইভি/এইডস আরেকটি কাঠামো তৈরী করেছে যা পরবর্তিতে ও ভোগায়। এতএব এটি উপলব্ধি করা যায় যে, সকল জাতীয় এইডস প্রোগ্রামে এবং এইডস সেবা সংস্থা সমূহের উপর এই দায়িত্ব ন্যাস্ত হবে যে যেন তারা পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ করে এমনদের অপদস্থ হওয়া ও ভোগান্তিকে প্রতিরোধ করার জন্য বিশেষভাবে কাজ করে, যাতে তাদের মধ্যে যতটুকু সম্ভব এসটিডি/এইচআইভি সংক্রমনকে প্রতিরোধ করা যায় এবং এটি তাদের একটি গুরুত্বপূর্ন উদ্বেগ। এটি সম্ভব হবে একমাত্র তখনই যখন এইচআইভি/এইডস/এসটিডি প্রতিরোধ সেবা পদ্ধতি সমূহের কার্যকারীতা ও [illegible] বৃদ্ধি পাবে এবং যারা পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ করে তারা এই সেবা সমূহ যত বেশী করে পাবে।

এছাড়াও, কতৃপক্ষের মধ্যে অনেকে, ধর্মীয় ও পার্থিব উভয়ই, সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাগুলি পছন্দ করবে বিয়ের আগে যৌন কাজ থেকে বিরত থাকাকে উৎসাহিত করতে এবং বিয়ে করা সঙ্গির সাথে (এটিকেই সাধারনত বলা হয়: আচরন পরিবর্তন") বিশ্বস্ত থাকাকে।

এই অনুমানটি পুরোপুরিভাবেই গৃহিত হয়েছে যে, এইচআইভি/এইডস এর শিক্ষা এবং প্রতিরোধ কৌশলই একমাত্র কার্যকরী কৌশল যার মাধ্যমে নিশ্চিত করা যাবে যে, পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ করে এমনদের মধ্যে এসটিডি ও এইচআইভি/এইডস এর ছড়ানোকে নিয়ন্ত্রন করা যাবে এবং নিরাপদ যৌনাচরনকে উৎসাহিত করা যাবে। এটি হচ্ছে সেটি যা এনএফআই "ঝুঁকি হ্রাসের কৌশল"-র মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছে। এই ধরনের উৎসাহকরন সফল করার জন্য আরো যা দরকার তা হচ্ছে উপযুক্ত ও সহজপ্রাপ্য যৌন স্বাস্থ্য সেবা সমূহ নিশ্চিত করা এবং তাদের গোপনীয়তা ও নাম চিহ্নিত না করাকে শ্রদ্ধা করা এবং তাদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অর্জন করা।

এটির জন্য দরকার ধর্মীয় মূল্যবোধ ও বিশ্বাস, জনগনের প্রকাশিত মতামত, সামাজিক-সংস্কৃতিক, এবং প্রকৃত আচরন ইত্যাদির মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারনার।

এই ধরনের একটি প্রায়োগিক পদ্ধতি (যদিও এই সকল বিষয় সমূহ দক্ষিন এশিয়া ও এশিয়ার অন্যান্য দেশ সমূহের সামাজিক-সংস্কৃতিক বিষয়ের মধ্যে উত্থাপিত হতে পারে) মানবাধিকারের জন্য সরকারী ও অন্যান্য সংস্থা সমূহে জরুরীভাবে অন্তর্ভূক্ত হবে যাতে পরস্পর সহায়তা, বিশ্বস্ততা গঠন করা যায এবং পুরুষে পুরুষে যৌন কাজের নেটওয়ার্কের প্রতিনিধি ও পিয়ার নেতাদের সাথে ওয়ার্কিং পার্টনারশিপ গঠন করা যায় যার মাধ্যমে নিশ্চিত করা যাবে নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা। শুধুমাত্র এই ধরনের পার্টনারশিপের মাধ্যমেই পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ করে এমনরা সহজপ্রাপ্য হবে এবং কম ঝুঁকিপূর্ন চর্চা এবং এসটিআই/এইচআইভি প্রতিরোধ, চিকিৎসা ও যত্নের সেবা সমূহ গ্রহনের লক্ষ্যে আচরন পরিবর্তনের জন্য উপযুক্ত তথ্য, উপদেশ, কাউন্সেলিং, সহায়তা প্রদান করা যাবে।

এটিও চিহ্নিত দরকার হতে পারে যে পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ করে এমন সব পুরুষই গে-চিহ্নিত পুরুষ নয়, আমারা তাদেরকে বিপরীতকামী বা আমাদের খেয়াল-খুশি মত যেকোন কিছু ডাকতে পারি। পুরুষে পুরুষে যৌন কাজের ধরন খুবই জটিল এবং তাদের সবাই পরিচিতি (আইডেনটিটি) বা আকাঙ্খা প্রকাশ করে না।

একই সময় এটাও বোঝা যায় যে পুরুষে পুরুষে যারা যৌন কাজ করে তাদের সবাই সাধারন যৌন স্বাস্থ্য সেবা সংস্থা কতৃক প্রদানকৃত সেবা সমূহ বিভিন্ন কারনে পেয়ে থাকে না কারন এই সংস্থা সমূহ কতটুকু সহানুভূতিশীল ও এই সম্পর্কে তারা কতটুকু জানে এটা সেখানে কোন গুরুত্বই পায় না। তাই এমএসএম সংক্রান্ত নির্দিষ্ট বিষয়ে এনএফআই এর যুক্তি হচ্ছে, এটি আরো বেশী উপযুক্ত ও কার্যকরী হবে যদি সেবা সমূহের সুবিধাভোগীরা এই পরিবর্তনের এজেন্ট হয়। এর মানে হচ্ছে পুরুষ যে অন্য পুরুষের সাথে যৌন কাজ করে তাদের নিয়ে কাজ করার জন্য সুবিধাভোগী দ্বারা পরিচালিত জনগোষ্ঠী-ভিত্তিক এইডস সেবা সংস্থা সমূহ গঠনে সহায়তা প্রদান করার জন্য এটি দরকার হবে।

এটি হচ্ছে এমন একটি বিষয় যা জীবন বাঁচানো সংক্রান্ত। এখানে নীরবতা কোন সমাধান নয়। এটি সৎ থাকা, খোলামেলা হওয়া ও গ্রহন করা সম্পর্কিত। যদি আমরা সত্যিকার অর্থে আমাদের দেশে এইচআইভি ও এইডস ছড়ানো প্রতিরোধ করার কাজে নিয়েজিত হই, তাহলে এখনই সময় হচ্ছে আরেকবার ফিরে দেখার, সত্য কথা বলার সময়, মানুষেরা যা করে তা মেনে নেওয়ার সময় হোক সেটি আমাদের নৈতিকতা ও বিশ্বাসের বিরোধী।

এই সমস্ত ধারনার ভিত্তিতে, নাজ ফাউন্ডেশন ইন্টারন্যাশনাল এর কার্য হতে বোঝাপোড়া ও নীতি বিষয়ে নিম্ন লিখিত সুপারিশগুলি উঠে এসেছে।

আচরনগত, মহামারী সম্পর্কিত ও নৃবিজ্ঞানগত গবেষনা

যদি আমরা একটি কার্যকরী ও স্থায়ী কৌশল গঠন করতে যাই যা ঝুঁকিপূর্ন যৌন চর্চা পরিবর্তন করে নিরাপদ চর্চার গঠন করে, এবং যেই পরিস্থিতিতে এইডসের কোন প্রতিষেধক বা সম্পূর্ন নিরাময় যোগ্য চিকিৎসা নেই, সেখানে এই ধরনের নিরাপদ যৌন চর্চা সারা জীবন চালিয়ে যাওয়াটা দরকার, আর এজন্য আমাদের বুঝতে হবে প্রকৃত যৌন চর্চা ও যৌন সংস্কৃতি। কিন্তু একজন ব্যক্তিগতভাবে আসলে কি করছে বা একটি নির্দিষ্ট সময়ে তারা বহুবার কি করছে তা দিয়ে যৌন চর্চা বুঝা যাবে না। এটি বুঝা যাবে একটি নির্দিষ্ট সামাজিক-সংস্কৃতিক দিক থেকে যৌন চর্চাকে বুঝার মাধ্যমে। এই ধরনের আচরনকে কে উৎসাহ যোগায়? মানুষ যা করে তা কেন করে?

- এখানে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে এইসব আচরনের উপর গুনগত গবেষনা ও সামাজিক-সংস্কৃতিক ইতিহাস সম্পর্কিত জ্ঞান, পুরুষ যে অন্য পুরুষের সাথে যৌন কাজ করে তাদের মধ্যকার সংস্কৃতি ও আচরন, লোকালয়ের প্রভাব, অর্থনীতি, ধর্মীয়, এবং এধরনের আরো যা আছে সে সম্পর্কে গবেষনার। সামাজিক-সংস্কৃতির দিক থেকে এই ধরনের ধারনা কার্যকরী কৌশল গঠন ও ব্যাক্তকরনের জন্য উৎসাহ প্রদানে সমর্থ্য করবে। এটি হচ্ছে একটি জরুরী অগ্রাধিকার।
- এটির জন্য দরকার সঠিক আচরনগত, সামাজিকগত এবং নৃবিজ্ঞানগত গবেষনা পদ্ধতি যেখানে অন্তর্ভূক্ত থাকবে এই ধরনের গবেষনার বিষয় এবং পর্যবেক্ষন উভয়ই। এটি অর্জনের জন্য, একাডেমি ও গবেষনা সংস্থা সমূহকে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি গঠন করতে হবে।

- এই ধরনের গবেষনায় চিহ্নিত করা উচিত "লক্ষিত জনগোষ্ঠীর" যৌনতার বিস্তৃত বিভিন্নতাকে, পুরুষ জেন্ডার, পরিচিতি (আইডেনটিটি), এবং যৌনাচরনকে, যেখানে অন্তর্ভূক্ত করা হবে তাদেরকে যাদের প্রাথমিক যৌন আচরন হবে পুরুষে পুরুষে, এবং এর সাথে সাথে তাদেরকেও যাদের পুরুষে পুরুষে যৌনাচরন হচ্ছে মাঝে মাঝে, অপ্রধান এবং স্থলন ভিত্তিক।
- যদি ব্যক্তি, পুরুষ যৌন নেটওয়ার্ক, সামাজিক দল এবং জনগোষ্ঠী সমুহ তাদের স্বাস্থ্য সেবা গ্রহনের আচরন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পুরুষে পুরুষে যৌনাচরনকে ক্ষমতায়ীত করার জন্য জড়িত হয়, তাহলে আরো কার্যকরী গবেষনা করা প্রয়োজন যাতে চিহ্নিত করা যায় যে কে, কিভাবে এবং কেন বিভিন্ন যৌন পরিচিতি (আইডেন্টিটি) ও জেন্ডার সমুহ গঠিত হয়েছে, তাদের সুনির্দিষ্ট অর্থ কি, এবং কিভাবে তারা তাদের আকাঙ্খা ও যৌনাচরন চূড়ান্ত করে।
- গবেষনায় আরো দেখা উচিত পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ করে এমনদের সহায়তার কাঠামোকে যা তাদেরকে সাধারন আচরন হিসেবে নিরাপদ যৌনাচরনের জন্য উৎসাহিত করে, জ্ঞানের স্তর, পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ করে এমনদের এবং তাদের যৌন চর্চা সম্পর্কে মেডিকেল ও সামাজিক সংস্থা সমুহের কর্মীদের বুঝার ও গ্রহন করার বিষয়, এবং বিভিন্ন যৌন কাঠামোতে এবং পুরুষ যে অন্য পুরুষের সাথে যৌন কাজ করে তাদের নেটওয়ার্কে যৌন স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য কোন বিষয়গুলি কাজে আসবে। এই ধরনের গবেষনাকে কার্যকরী করার জন্য যা দরকার তা হচ্ছে যারা পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ করে তাদেরকে নিয়েই তাদের ব্যাপারে গবেষনার কাজ করা।
- পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ করে এমনদের মধ্যে এই ধরনের গবেষনা করতে গেলে, বিভিন্ন যৌক্তিক প্রশ্ন গবেষনাকারীকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে:

- কে এই গবেষনা পরিচালনা করতে যাচ্ছে
- কিভাবে এটি পরিচালিত হতে যাচ্ছে
- কিভাবে এই তথ্য সমুহ সংগৃহীত হতে যাচ্ছে এবং কার দ্বারা
- কোন প্রশ্নগুলি জিজ্ঞেস করা হবে, তারা এগুলি কিভাবে জিজ্ঞেস করবে এবং কোন ভাষায়
- কি ধরনের পরিভাষা ব্যবহৃত হবে
- কিভাবে এই তথ্যগুলি বিশ্লেষিত হবে এবং কে এই বিশ্লেষন করবে এবং এটি কিভাবে ব্যবহৃত হবে
- উপযুক্ত এসটিডি/এইচআইভি প্রতিরোধ ও যৌন স্বাস্থ্য সেবা গঠনে এই ডাটাগুলি কিভাবে ব্যবহৃত হবে
- কে এই ধরনের সেবা সমুহ গঠন করবে এবং ঐখানে কে কাজ করবে

ঝুঁকি এবং চাহিদা নিরূপন

চিহ্নিত স্থানে এসটিডি/এইচআইভি/এইডস এর বর্তমান পরিস্থিতি কি? সামাজিক-সংস্কৃতিক বিষয়গুলি কি কি যা নিরাপদ যৌন চর্চাকে বাঁধা দিতে পারে? এই এলাকার যৌন সংস্কৃতি কি ধরনের? কে ঝুঁকিপূর্ন চর্চার সাথে জড়িত?

- ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য যে কৌশল বাস্তবায়িত হতে পারে তার আগে, সেখানে গঠন করা দরকার একটি সঠিক ঝুঁকি ও চাহিদা নিরূপনি কাজ যা হবে পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ করে এমনদের বিভিন্ন যৌন নেটওয়ার্কের মধ্যে এবং যারা প্রকাশ করে ভিন্ন ভিন্ন যৌনতা, পরিচিতি, জেন্ডার এবং আচরনের কাঠামো তাদের মধ্যে। প্রোগ্রাম ডিজাইন ও বাস্তবায়নে স্থানীয়দের অংশগ্রহন ও বিজড়িতকরনকে নিশ্চিত করার জন্য এই ধরনের তথ্য পূর্ব-অত্যাবশ্যকীয়। পরিচালনা এবং এইসব ঝুঁকি ও চাহিদা নিরূপনি উভয় কাজে স্থানীয়দের বিজড়িতকরন সহ, সেখানে প্রায়ই একটি বড় ধরনের সম্ভাবনা থাকে ডাটার বৈধতা নিশ্চিত করা, ডাটার একটি সঠিক বিশ্লেষন করার এবং পর্যাপ্ত গোপনীয়তার নিয়ম-নীতির।
- এই জন্য এটি গুরুত্বপূর্ন যে এইসব ঝুঁকি ও চাহিদা নিরূপনি কাজ করার জন্য পর্যাপ্ত ও যথেষ্ট পরিমান ফান্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে তা নিশ্চিত করা
- একই সময়ে এই ধরনের গবেষনায় অংশগ্রহনকারীদের কাছে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে এই গবেষনায় সংগৃহীত কোন ডাটা তাদের বিরুদ্ধে কোন কাজে ব্যবহৃত হবেনা, তাদের গোপনীয়তা ও নামহীনতাকে শ্রদ্ধা করা হবে এবং সংগৃহীত তথ্য শুধুমাত্র ব্যবহৃত হবে তাদের মধ্যে এসটিডি/এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে উপযুক্ত কৌশল গঠনের কাজে এবং এটি করা হবে তাদের থেকে সাহায্য ও সহযোগিতা গ্রহনের মাধ্যমে।

জনগোষ্ঠী-ভিত্তিক এইডস সেবা সংস্থার গঠন

সম্পূর্নভাবে কার্যকরী হওয়ার জন্য, বাস্তবায়ন কৌশলে এইচআইভি ছড়ানো প্রতিরোধের উপায় অবশ্যই সংযোজিত করতে হবে তা যে আচরনের মাধ্যমেই হোকনা কেন। যদিও এই সমস্ত বিষয়ের অনেকগুলিই হচেছ সামাজিক প্রথা (Taboo) এবং এইসব বিষয়ে উন্মুক্ত আলোচনা তৈরী করে লজ্জা, ভয়, রাগ ও বাঁধা এবং যেগুলি এইসব বিষয়ে অস্বীকার করতে নেতৃত্ব দেয়।

দক্ষিন এশিয়ায় ও এটি স্বীকৃত যে লজ্জা, অপবাদ ও ভাইওলেন্স এর পরিবেশে পায়ুপথে যৌনকাজ এবং পুরুষে পুরুষে যৌনাচরন সম্পর্কিত প্রতিরোধ সেবা প্রদান খুবই সমস্যাযুক্ত হতে পারে। আপনাকে কে বিশ্বাস করতে পারে?

এটিও স্বীকৃত যে বেসরকারী জনগোষ্ঠী-ভিত্তিক সংস্থা সমুহ অপবাদযুক্ত দল সমুহের সাথে কাজ করতে এবং আচরনের পরিবর্তনকে ক্ষমতায়ীত করতে প্রায় বেশী কার্যকরী।

- পুরুষ যে অন্য পুরুষের সাথে যৌন কাজ করে তাদের দ্বারা জনগোষ্ঠী-ভিত্তিক সংস্থা গঠনে তাদেরকে সহায়তা প্রদান প্রয়োজন, তাহলে তারা এই ধরনের এইচআইভি প্রোগ্রাম প্রদান করতে পারবে কোন ধরনের অনুচিত হ্যারাসমেন্ট বা প্রতিবন্ধকতা ছাড়া এবং "ঝূঁকি হ্রাসের" শিরোনামে এবং পুরুষ যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ে। ব্যক্তি, নেটওয়ার্ক এবং দল যারা বিভিন্ন পুরুষে পুরুষে যৌনাচরন কাঠামোর সাথে সংযুক্ত তাদেরকে ক্ষমতায়ীত করা উচিত যাতে তারা তাদের জন্য এই সমস্ত বিষয় নিয়ে কাজ করতে পারে এবং তাদের নিজেদের যৌন স্বাস্থ্য সেবা সংস্থা গঠন করতে পারে।
- এই ধরনের পুরুষে পুরুষে যৌনাচরন সম্পর্কে কাজ করার জন্য জনগোষ্ঠী-ভিত্তিক যৌন স্বাস্থ্য উন্নয়ন সংস্থা গঠনে কারীগরি দক্ষতার অভাবকে স্বীকার করা, হতে পারে এটা কাঠামো গঠনের জন্য, সেবা প্রদান ও বাস্তবায়নের জন্য গঠিত হচেছ, প্রোজেক্ট পরিচালনা,

আর্থিক হিসাব, উপযুক্ত আউটরিচ কৌশল সমুহ বা বাজেট সৃষ্টি করা এবং হিসাব করা সম্পর্কে এই ধরনের সংস্থা সমুহকে কারীগরি সহায়তা প্রদান উচিত এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য উপযুক্ত কনসালটেন্টের দ্বারা ট্রেনিং দক্ষতা গঠনের ব্যবস্থা করা উচিত।

- একই সময়ে, যেসকল সংস্থা সমুহ পরিবার পরিকল্পনা, এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ, এসটিডি চিকিৎসা এবং/বা যৌন স্বাস্থ্য সেবা সমুহ প্রদান করছে, তাদের উচিত পায়ু পথে যৌনাচরন সম্পর্কিত সেবা সমুহ প্রদান করা। হোক সেটি পুরুষের মধ্যে বা পুরুষ ও মহিলার মধ্যে। পায়ু পথে যৌন কাজ কিছু অপক্কযুক্ত ব্যক্তির জন্য নিষিদ্ধ আচরন নয়।
- এছাড়া উপযুক্ত সংস্থা সমুহের উচিত কারাবন্দী, তরুণদের আবাসস্থল, তরুণ অপরাধীদের প্রতিষ্ঠান, এতিমখানা, মিলিটারি, পুলিশ, যাযাবর কর্মীদের মধ্যে এসটিডি/ এইচআইভি/ এইডস বিষয় সম্পর্কিত ও পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে সেবামূলক কাজ গঠন করা।
- জাতীয় এইডস নিয়ন্ত্রন প্রোগ্রাম এবং স্টেটস এইডস সোসাইটি পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ করে এমনদের নিয়ে এই ধরনের জনগোষ্ঠী-ভিত্তিক সংস্থা গঠনে সরাসরি জড়ানো উচিত যাতে যৌন স্বাস্থ্যের উপযুক্ত পন্য ও পুরুষে পুরুষে যৌনাচরনকে লক্ষ্য করে শিক্ষার রিসোর্স সমুহের (যেমন কনডম, লুব্রিক্যান্ট ও বইপত্র) কার্যকরী বিতরন নিশ্চিত করা যায়। এটির অর্থ দাঁড়াবে এই ধরনের সংস্থা সমুহকে রিসোর্স পূর্ন করা যাতে তারা এই ধরনের উপযুক্ত পন্য ও রিসোর্স প্রদান করতে পারে।
- এইসব জনগোষ্ঠী ভিত্তিক সংস্থা সমুহ দ্বারা বিভিন্ন বিতরন কৌশল উন্মোচন করতে হবে, যেমন সামাজিক মার্কেটিং, বিনামূল্যে বিতরনএবং এর সাথে সাথে ব্যক্তিগত ও জনসাধারনের মাঝে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ব্যাপক বিতরন। এইসব বিভিন্ন কৌশল সমুহ সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা সমুহ দ্বারা সহায়তাপুষ্ট হওয়া উচিত।
- উপযুক্ত পিয়ার দ্বারা পরিচালিত শিক্ষার উদ্যোগ ভালোভাবে উৎসাহিত ও সহায়তা পাওয়া উচিত। নিরাপদ স্থান গঠন করা উচিত যেখানে বিভিন্ন ব্যক্তি দল সমুহ উপযুক্ত পরিবেশে যৌনতা ও যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ক গোপনীয় তথ্য সমুহ সহজে পাবে এবং আলোচনা করতে পারবে।
- পুরুষ যে অন্য পুরুষের সাথে যৌন কাজ করে তাদের চলমান যৌন স্বাস্থ্য প্রোগ্রামের একটি অংশ হিসেবে মনোস্তাত্তিক সহায়তার প্রোগ্রাম থাকা দরকার। এখানে অর্ন্তভুক্ত হতে পারে টেলিফোনের মাধ্যমে (হট লাইন) বিনা মুল্যে ও বেনামে পরার্মশ ও তথ্য প্রদান,সামাজিক সহায়তা দল, কাউন্সেলিং, যৌন স্বাস্থ্য সম্পর্কে আলোচনা দল এবং পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ করে এমনদের নিজেদের জন্য অন্যান্য উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় সেবা সমুহ।
- ঝুঁকির্পূন যৌনাচরনের কারনে, এবং যেহেতু কতিদের পরিচিতির ধরন নারী সুলভ ভিত্তির উপর দাড়িয়ে যা পুরুষকে আকৃষ্ট করার মাধ্যম এবং যেখানে পায়ু পথে বহু সঙ্গী দ্বারা বহুবার প্রবেশ করানো হচ্ছে, কতিরা প্রতিনিধিত্ব করে একটি চিহ্নিত সামাজিক-পরিচিতি নেটওর্য়াকের এবং একটি জনগোষ্ঠীর অর্ন্তভূক্তি হিসেবে যেটি এসটিডি/এইচআইভি সংক্রমনের জন্য বিশেষভাবে ঝুঁকির্পূন।
- যৌনাচরনের অংশ হিসেবে, কতির একসেস আছে বিভিন্ন পরিচিতির অনেক পুরুষ এবং বিভিন্ন যৌনাচরনের কাঠামোর সাথে।

- কতি নেটওয়ার্ক সমূহ উপযুক্ত ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সহায়তা পাওয়া উচিত যাতে তাদেরকে পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ করে এমনদের বিভিন্ন সেক্টরে নিজেদের যৌন স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন সেবা সমুহ গঠন করতে সমর্থ্য করে। এটি করার জন্য তাদের প্রতিষ্ঠান ও সরকারী সহায়তা প্রয়োজন কারন জনসাধারনের কাছে কতিরা উপস্থাপিত অপব্যবহারযুক্ত আচরন ও পরিচিতির।
- এটির জন্য প্রয়োজন স্থানীয় পুলিশের সাথে কার্যকরী সম্পর্ক গড়ে তোলা যাতে হ্যারাসমেন্ট ও ব-্যাকমেইলের লেভেল নিয়ে কাজ করা যায় যা অনেক কতিরা সর্বসাধারনের স্থানে মুখোমুখি হয়। পুলিশের সাথে এই ধরনের কার্য সম্পর্ক থাকা আরো যার জন্য প্রয়োজন তা হচেছ যেকোন সংস্থার আউটরিচ ওর্য়াকার বা মাঠ কর্মীরা যাতে পুলিশ বা স্থানীয় মানুষ দ্বারা হ্যারাস না হয় তা নিশ্চিত করতে।
- অন্যান্য পুরুষে পুরুষে যৌন জনগোষ্ঠী সমুহ, যেগুলি কতি নেটওয়ার্ক কতৃক প্রদানকৃত সেবা সমুহ গ্রহন করবে না তাদেরকেও গঠিত করা দরকার। এই ধরনের সেবা সমুহের গঠনের আয়োজন হতে পারে অন্যান্য গোচরীভূত পুরুষে পুরুষে যৌন জনগোষ্ঠীর দ্বারা, হতে পারে তারা যারা গে-চিহ্নিত, এগুলি করতে হবে উপযুক্ত সাহায্য-সহযোগীতা নিয়ে।
- এই ধরনের অপব্যবহারযুক্ত পুরুষ ও পরিচিতি বিষয়ে ডাক্তার ও অন্যান্য মেডিকেল ষ্টাফদের মনোভাবকে নিয়ে কাজ করতে হবে সেনসেটাইজেশন প্রোগ্রাম ও উপযুক্ত নিয়ম-নীতির মাধ্যমে।
- মানবাধিকারের অবমাননা, তথ্য গ্রহনের স্বাধীনতা যা জীবনকে রক্ষা করবে, সেবা সমুহ পাওয়ার অধিকার সম্পর্কে এডভোকেসি, ইত্যাদি বিষয়ে খুব ভালোভাবে কাজ করতে হবে।
- যেহেতু ক্রুজিং সাইটের বাইরে অনেক পুরুষে পুরুষে পায়ু পথে সেক্স হয় এবং বাহীরের কতি/পান্থির গতি-প্রকৃতি, অন্যান্য এনজিও সমুহ যৌন স্বাস্থ্য সেবা গঠন করছে যেখানে নিরাপদ যৌনাচরনকে উৎসাহিত করার দরকার যেখানে তাদের শিক্ষা ও প্রতিরোধ প্রোগ্রামে পায়ু পথের সেক্স অর্ন্তভূক্ত হবে। এখানে অর্ন্তভূক্ত হবে রিক্সা চালক, মহিলা যৌন কর্মী, ট্রাক চালক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমুহ, কারখানা শ্রমিক, প্রবাসী র্কমী, কারাবন্দী ইত্যাদি সবাই।
- সরকারী ও সেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলির উচিত ট্রেনিং ও সেনসেটাইজেশনের মাধ্যমে এই বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করা।
- ধর্মীয়, সংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিষয়গুলির কারনে এই ধরনের ইন্টারভেনশন তৈরী করা যেতে পারে, আর এই ধরনের ইন্টারভেনশন গঠনের জন্য বিভিন্ন এবং সম্ভাব্য নন-পাবলিক কৌশলগুলিকে চিহ্নিত করাটা গুরুত্বপূর্ন হতে পারে।
- এই ধরনের জনগোষ্ঠী-ভিত্তিক এইডসের সেবা প্রদানকারী সংস্থা সমূহ ও জাতীয় এইডস নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর এবং স্থানীয় সহযোগী সংস্থা সমূহের মধ্যে নিয়মিত কথাবার্তা ও পরামর্শ হওয়া উচিত যাতে এটা নিশ্চিত করা যায় যে প্রতিটি জাতীয় এইডস প্রোগ্রাম সমূহে এবং কৌশলগুলিতে পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ করে এমনদের বিভিন্ন বিষয়, চাহিদা এবং সেবা সমূহের গঠন প্রতিফলিত হয়।
- নেটওয়ার্কিং সামর্থ্য করে উপযুক্ত দক্ষতা, শিক্ষনীয় উপকরন, জ্ঞান এবং তথ্য শেয়ার করতে যেগুলি এইডস সেবা সংস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে। এটিকে সরকারীভাবে উৎসাহীত এবং সহযোগীতা করা উচিত প্রয়োজনীয় কারীগরী সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাহলে এই সংস্থাগুলি পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ করে এমনদের চাহিদা সমূহ নিয়ে কাজ করতে এবং স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতীক ফোরামগুলির করা একই রকম বিভিন্ন বিষয় ও উদ্বেগগুলির সাথে কার্যকরীভাবে অংশ নিতে পারবে।

প্রাসঙ্গিক বিষয়ের বিন্যাস

- এই ধরনের সেবা গঠনের জন্য এবং এটির কার্যকরী স্থায়ীত্বের জন্য, এই ধরনের কমিউনিটি-ভিত্তিক এইডস সেবা প্রদানকারী সংস্থা সমূহের দীর্ঘ স্থায়ী ফান্ড প্রদানের প্রয়োজন হতে পারে যেখানে প্রোজেক্টের সাথে সাথে মূল খরচ ও অন্তর্ভূক্ত হবে এবং এইডস সেবা প্রদানকারী সংস্থা সমূহের প্রোগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য স্থায়িত্বের বিষয়গুলি অবশ্যই ভালভাবে উন্মোচিত করতে হবে।
- এটিও গুরুত্বপূর্ন যে সকল সংস্থাগুলি যারা পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ করে এমনদের এইচআইভি/এইডস শিক্ষা দিচ্ছে, প্রতিরোধ করছে এবং সহায়তা প্রদান করছে সেগুলির গুনগতমান এবং তাদের সেবা সমূহের উপযুক্ততা ও সহজপ্রাপ্যতা খুব ভালভাবে পর্যবেক্ষন করা। পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ সম্পর্কিত সেবা সমূহ প্রদানে যেখানে জনগনের (এবং ব্যক্তিগত) ফান্ড ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলির গুনগতমান নিশ্চিত করা উচিত, হোক সেগুলি পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ করে এমনদের দ্বারা এই সেবা কার্যগুলি পরিচালিত হচ্ছে নতুবা অন্যদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।
- এই সংস্থাগুলি যাতে সর্বোচ্চ মানের সেবা প্রদান করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য, এটি প্রয়োজনীয় যে এই সংস্থাগুলির নীতি নির্ধারকদের, এগুলির পরিচালনা সদস্যদের, কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং স্বেচ্ছাসেবকদেরকে পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ করে এমনদের যৌন স্বাস্থ্য চাহিদার উপর উপযুক্ত দক্ষতা গঠনের ট্রেনিং দেওয়া। এই ধরনের দক্ষতা গঠনের ট্রেনিং-এ এই ধরনের আচরন সম্পর্কিত বিষয় সমূহ, বৈষম্যের স্বীকার হওয়া, উপযুক্ত আউটরিচ ওয়ার্ক গঠন, কমিউনিটির যুক্ততা, শিক্ষা ও ইন্টারভেনশনের কৌশল ডিজাইন করা, চাহিদা নিরূপন করা, প্রোজেক্ট পরিচালনা, পর্যবেক্ষন ও মূল্যায়ন এবং শিক্ষনীয় রিসোর্স গঠন করা ইত্যাদি বিষয় সমূহ অন্তর্ভূক্ত করা উচিত ভালভাবে এগুলি বুঝার জন্য।
- এর জন্য প্রয়োজন হবে বহু-বিষয়ে কাজ করার পদ্ধতি যেখানে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে ভাল মানের যৌন শিক্ষার সূযোগ, যৌন স্বাস্থ্যের বিভিন্ন সস্তা ও উপযুক্ত উপকরন এবং তথ্যের সহজ প্রাপ্যতা, পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ করে এমনদের ভিন্ন ভিন্ন চাহিদার উপযুক্ত এসটিডির সেবা সমূহের সহজ প্রাপ্যতা, উপযুক্ত কাউন্সেলিং ও সহযোগিতা এবং পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ করে এমনদের মধ্যে যারা এইচআইভি/এইডস নিয়ে বসবাস করছে তাদের জন্য উপযুক্ত কাঠামো গঠন।

প্রতিরোধমূলক শিক্ষা

যৌনাচরন পরিবর্তনে শুধুমাত্র সঠিক ও উপযুক্ত জ্ঞানই প্রয়োজন নয়, কিন্তু এর সাথে সাথে প্রয়োজন হচ্ছে দক্ষতা এবং ক্ষমতায়ন। দক্ষিন এশিয়ার দেশগুলোতে যৌন সম্পর্কিত জ্ঞান, এসটিডি ও এর চিকিৎসা সম্পর্কে সঠিক তথ্য, এইচআইভি এবং এইডস সম্পর্কে সঠিক ধারনা ইত্যাদির অভাব রয়েছে। সেক্স সম্পর্কিত ভূল বিশ্বাস, যৌন সক্ষমতা, পুরুষ ও নারীর শরীর এবং যৌনাচরনের সকল বিষয় সমূহগুলি নিয়ে জরুরী ভিত্তিতে কাজ করা দরকার। এই সমস্ত বিশ্বাসগুলি এসটিডি/এইচআইভির জন্য কার্যকরী ইন্টারভেনশন গঠনকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

- উপযুক্ত ও সঠিক যৌন শিক্ষার অভাব বিষয়ে জরুরী ভিত্তিতে কাজ করা উচিত এবং কার্যকরী যৌন শিক্ষা প্রোগ্রামের লক্ষ্যে সরকারী পদক্ষেপ নেওয়া দরকার যা আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় শিক্ষা ক্ষেত্রে সহজপ্রাপ্য করা উচিত। এই ধরনের শিক্ষা শিশু, তরুন এবং পিতা-মাতাদেরকে লক্ষ্য করে গড়ে উঠা উচিত যা সহজপ্রাপ্য হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে,

হোটেলে, পুরুষ ইন্সটিটিউটগুলিতে, অনানুষ্ঠানিক সেক্টরে, কারখানায় এবং এইরূপ সব জায়গায়।

- সহ-সাথীদের দ্বারা পরিচালিত উপযুক্ত শিক্ষার উদ্যোগকে উৎসাহিত ও সহায়তা করা উচিত এবং ব্যক্তি ও পরিবারের কাছে প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্য বিষয় সমূহের উপর নিরপেক্ষ বিয়ে-পূর্ব কাউন্সেলিং গ্রহন সহজলভ্য হওয়া উচিত।
- এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে যথাযথ সচেতনতা গঠনের লক্ষ্যে সমগ্র সমাজ একত্রিতভাবে মবিলাইজ হওয়া উচিত। এইচআইভি ছড়ানোকে প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে শিক্ষা ও প্রতিরোধ কৌশল কার্যকরীভাবে বাস্তবায়িত করার জন্য সবাই একসাথে কাজ করাটা সমগ্র জনগোষ্ঠীর জন্য গুরুত্বপূর্ন।
- এই শিক্ষা ও প্রতিরোধ কৌশলে একসাথে বহু সংখ্যক ফরমেট ব্যবহার করা যেতে পারে যেমন পোষ্টার, ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া, লিফলেট, ভিডিও, অডিও ক্যাসেট, সিনেমা, থিয়েটার ও এই ধরনের অন্যান্যগুলি এবং রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতা, ডাক্তার, হাকিম, ব্যবসায়ী ও ইউনিয়ন নেতাদের সংযুক্ত করা উচিত। কিন্তু এটা গুরুত্বপূর্ন যে তারা যেন সকল ঝুকিপূর্ন আচরন নিয়ে কাজ করে।
- এটার অর্ন্তভুক্ত হওয়া উচিত যে সকল ধর্মীয়, রাজনৈতিক, মেডিক্যাল, সামাজিক, জনগোষ্ঠী, মিডিয়া এবং ব্যবসায়ী নেতাদের ভিতর জনগোষ্ঠীর শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় এইচআইভি/এইডস এবং এ সম্পর্কিত বিষয় সমূহে সচেতনতা ও সেন্সেটাইজেশন প্রোগ্রাম পরিচালনা করা উচিত।
- এখানে একটি প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে বিশেষ করে লক্ষিত রিসোর্সগুলি গঠন এবং এগুলি যাদেরকে লক্ষ্য করে কাজ করবে সেগুলি হচ্ছে: ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আচরনগত দল, মেডিক্যাল স্টাফ, পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক, ধর্মীয় শিক্ষক, শিক্ষা কর্মকর্তা, কারখানার শ্রমিক, হোটেলের কর্মচারী এবং এইরূপ অন্যান্য।
- এটির ও অর্ন্তভুক্ত হওয়া উচিত সকল স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা কর্মীরা শিক্ষিত ও বর্তমান তথ্য জানার মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করবে প্রতিরোধ, সেবা, পরিচালনা, কাউন্সেলিং এবং এইচআইভি/এইডস সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় সমূহ, পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ ও পায়ু পথে সেক্স সম্পর্কে।
- একই সময়ে আরেকটি জরুরী প্রয়োজন হচ্ছে ব্যাপক ভিত্তিতে শিক্ষার রিসোর্সের। সকল পুরুষের বিশেষ করে পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ করে এমনদের যৌনাচরনগুলির প্রতিফলন ঘটায় এমন শিক্ষার রিসোর্সের, এবং এগুলি উপযুক্ত ফরমেটে বানানো ও সহজপ্রাপ্য হওয়া উচিত এবং যতটুকু সম্ভব ব্যাপকভাবে বিতরন করা উচিত।
- "পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ করে এমনদের জনগোষ্ঠী-ভিত্তিক সংস্থাগুলির ক্ষমতায়িত হওয়া উচিত যাতে তাদের বিশ্বাস ও নিত্য চাহিদা সমূহের ভিত্তিতে নিজেদের যৌন স্বাস্থ্য শিক্ষা রিসোর্স সমূহ গঠন ও প্ল্যান করতে পারে।
- আরো উপযুক্ত রিসোর্সের প্রয়োজন তাদের জন্য যারা শিক্ষিত নয়, যারা অস্পৃশ্যত নিম্ন মানের এবং যারা অন্যান্য প্রান্তীয় সীমানার ও শারিরীকভাবে দূর্বল। উদাহরন স্বরূপ, একটি শহরে, একজন ১৬ বৎসরের তরুন, যার বয়সের তুলনায় স্বাভাবিক মানসিক বয়স কম, তাকে অন্যান্য প্রতিবেশী তরুন যুবকদের সাথে নিয়মিতভাবে পায়ু পথে যৌন মিলন করতে হচ্ছে।
- এটির পরেও শিক্ষনীয় বিষয় সমূহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রচারনা করা উচিত সরকারী ও বেসরকারী এবং ব্যবসায়ী সংস্থা সমূহদেরকে সংযুক্ত করে যা জনগনের আলোচনাতে

যৌনাচরন সম্পর্কে অপব্যাখ্যা বিমুক্তকরন করবে । এইডসের বিরুদ্ধে যদি আমরা স্বেচ্ছায় যুদ্ধ না করি তাহলে আমরা কখনোই এটির বিস্তারকে বন্ধ করার আশা করতে পারব না।

- যখন উপযুক্ত শিক্ষনীয় রিসোর্স সমূহ তৈরী করা হবে, তখন সবসময় নিচের বিষয়গুলি মাথায় রাখতে হবে:
  - এই শিক্ষার কাঠামোটি কতটুকু উপযুক্ত?
  - এটিতে কোন ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে?
  - কি ধরনের শব্দ ও ইমেজ ব্যবহার করা হয়েছে?
  - এটি কি সংস্কৃতিক কাঠামো ও ডেলিভারি দেওয়ার ক্ষেত্রে উপযুক্ত?
  - এই এজেন্ডা কে নিয়ন্ত্রন করছে?
  - এই তথ্য কে বানিয়েছে?
  - এই তথ্য কে গ্রহন করছে?
  - এই তথ্য কে প্রদান করছে?
  - এই তথ্য কিভাবে দেওয়া হচ্ছে?
  - আমরা কি সংস্কৃতিকভাবে স্পর্শকাতর এবং সংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ততার মধ্যে পার্থক্য করতে পারব?
  - এই বর্তমান সেবা সমূহ প্রকাশিত প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলির জন্য যা এই ধরনের তথ্যের মাধ্যমে তৈরী হতে পারে?
  - এই সেবা সমূহের ষ্টাফগুলি কারা?
  - তারা কি ডেলিভারী করবে?
  - এই সেবা সমূহ তারা কিভাবে ডেলিভারী করবে?
  - তারা কতটুকু সঠিকভাবে ডেলিভারী করবে?
  - তাদের কি দক্ষতা সমুহ আছে?
  - কি ধরনের বার্তাগুলি প্রদান করতে যাচ্ছি?
  - এটা করো না
  - নিরাপদভাবে কর
  - উদ্দেশ্যগুলি কি?
  - জানানো?
  - আচরন পরিবর্তন করা?
  - এইচআইভি ছড়ানোর হার কমানো?
  - এইচআইভি ছড়ানোকে ঐ জায়গায় ধরে রাখা?
  - মহিলাদের প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নয়ন?
  - পুরুষের প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নয়ন?
  - এগুলি কিভাবে অর্জিত হবে?

যখন এই প্রশ্নগুলির সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যাবে শুধুমাত্র তখনই রিসোর্স তৈরী করা উচিত।

যৌন স্বাস্থ্যের উপকরন

এখানে নিরাপদ আচরন পালনের জন্য আচরন পরিবর্তনের জ্ঞান প্রদানের কোন গুরুত্বই নেই যদি না এর সাথে সাথে এটি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরনও সরবরাহ করা না হয়।

- কনডম ব্যবহারকে সাধারনত উৎসাহিত করে থাকে পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিকগুলি (যেখানে সাধারনত মহিলারা যায়), কিছু স্থানীয় সরকারের পোস্টার ক্যাম্পেইন (যা পড়ার জন্য অবশ্যই দরকার হবে লেখাপড়া), এসটিডি ক্লিনিক (যদি আপনি সেখানে যান) এবং অনেক এইডস সংস্থা সমূহে যেখানে এই সুবিধা সমূহ দেওয়া হয় হয়তো ফ্রি নতুবা সামাজিক মার্কেটিং নীতিতে।
- বিভিন্ন মিডিয়া ক্যাম্পেইন এবং এইচআইভি সংস্থা ও যৌন স্বাস্থ্য সেবা সমুহের মাধ্যমে কনডম ব্যবহারকে উৎসাহিত করার জন্য দরকার আরো শক্তিশালী প্রক্রিয়া
- এই ধরনের ক্যাম্পেইনে সহজপ্রাপ্যতাকে চিহ্নিত করা উচিত। অনেক তরুনরা, বিশেষ করে কতিরা স্থানীয় দোকানে, ফার্মেসীতে বা অন্যান্য কিছু জায়গায় কনডমের জন্য যাবে না। প্রায় অনেক পুরুষরাই যৌন মিলন করার ঠিক আগের মূহুর্ত ছাড়া তার আগে কনডমের কথা ভাবেই না, এবং তখন সাইটে কনডম সহজলভ্য হয় না। যৌথ পরিবারের কারনে এবং গোপনীয়তার অভাব ও জায়গার অভাবের কারনে কনডম সাথে রাখা ও ব্যবহার করা একটি সমস্যা।
- যেখানে যেখানে প্রয়োজন সেখানে সেখানে কনডম সহজলভ্য হওয়া উচিত। যেখানে যৌন কাজ হচ্ছে সেসব জায়গায়, যেখানে যৌন কাজ হতে পারে সেসব জায়গায়। ব্যক্তিগত বিতরন নেটওয়ার্ক সমূহ উন্মোচিত এবং গঠিত হওয়া উচিত। চায়ের দোকান, পার্কে খাদ্য বিক্রেতা, বাস, ট্রেন, টয়লেট বিশেষ করে যেখানে পুরুষরা একত্রিত হয় সেসব জায়গা সমুহ ব্যবহার করা যেতে পারে।
- পায়ু পথে যৌন মিলনের ধরন অনুযায়ী উপযুক্ত শক্তিশালী কনডম দরকার। যা সহজে তেমন ক্ষতি হয় না এই ধরনের কনডম সস্তা ও সাধারন পুরুষদের কাছে সহজপ্রাপ্য করা উচিত।
- নিরাপদ যৌন কাজকে উৎসাহিত করার জন্য এর সাথে সাথে জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজন সস্তা ও সহজলভ্য পানি-জাতীয় উপযুক্ত লুব্রিক্যান্ট যেটি হবে সঠিক প্যাকেটে যাতে সহজে বহনযোগ্য হয় এবং যার বাজার মূল্য হবে কম এবং ব্যবহার হবে সহজ। বিতরন, সহজপ্রাপ্যতা ইত্যাদি বিষয় মনে রাখতে হবে। মূল্য এবং বিতরনে দ্রুততম ও যৌন কাজ করে এমনরা যাতে সহজেই পেতে ও ব্যবহার করতে পারে তার প্রতিফলন হতে হবে এবং এটি হতে হবে সেসব জায়গায় যেখানে যৌন কাজগুলি হয়।
- পূর্বে উল্লেখিত অনুযায়ী, কিছু কিছু বিশেষ রিপোর্টে প্রমান আছে যে সেখানে কিছু মানুষ আছে যারা পায়ু পথে যৌনচর্চা করে (হয় মহিলার সাথে কিংবা পুরুষের সাথে) কারন তারা বিশ্বাস করে যে এটি তাদেরকে এসটিডি/এইচআইভি সমূহ থেকে রক্ষা করবে। এর কারন হচ্ছে তারা পায়ূ পথে যৌন কাজে সংক্রমনের ঝুকি সম্পর্কে কোন আলোচনা কখনো শুনেনি। এটি জরুরী ভিত্তিতে নিশ্চিত করা দরকার যে যেন ভবিষ্যতে কনডম ব্যবহার বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করন ক্যাম্প পায়ু পথে যৌন কাজের সময় কনডম ব্যবহারের কথা বলা হয়।

- পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ সংক্রান্ত দক্ষিন এশিয়ায় পরিচালিত বিভিন্ন ওয়ার্কশপের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, নাজ ফাউন্ডেশন ইন্টারন্যাশনাল দেখেছে যে ৭০% এর ও বেশী অংশগ্রহনকারীরা কনডম কিভাবে নিরাপদ ও সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হয় তা জানে না। সঠিকভাবে কনডম ব্যবহারের উপর যথেষ্ট পরিমান শিক্ষার প্রয়োজন।

এসটিআই সেবা সমুহ

পায়ু পথে যৌন কাজের আচরন সম্পর্কে সব এসটিআই মেডিক্যাল ষ্টাফদের প্রশিক্ষিত হওয়া উচিত, হোক সেটা পুরুষের সাথে পুরুষের কিংবা পুরুষের সাথে মহিলার। তাদের প্রশিক্ষিত হওয়া উচিত লক্ষন/চিহ্ন, চিকিৎসা ওবং কাউন্সেলিং এর বিষয়ে। এবং এর সাথে সাথে এই ধরনের সেবা সমূহে ষ্টাফ কতৃক নির্যাতন ও উৎপীড়ন সমুহ বন্ধ হওয়া উচিত। সকল ষ্টাফদের পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ করে এমনদের বিশেষ করে তাদের যারা অপ্রযুক্ত আচরন করে বা যাদের পরিচিতি (আইডেনটিটি) অপ্রযুক্ত তাদের চাহিদা সম্পর্কে সেন্সেটাইজ হওয়া উচিত। এই সেবা সমূহ গ্রহনে গোপনীয়তা এবং নাম ব্যবহার না করা বজায় রাখতে হবে।

মহিলা এবং যৌন স্বাস্থ্য

পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ করে এমন বেশীরভাগ পুরুষরা বিবাহিত নতুবা বিয়ে করবে দক্ষিন এশিয়ার সামাজিক-সংস্কৃতিক পরিবেশই বিয়ে করার চাহিদা সৃষ্টি করে এবং যখন তাদের বিয়ের বয়স হয় তখন ঐ পুরুষদের পিতা-মাতারাই এটির সিদ্ধান্ত নেয়। যার অর্থ হচ্ছে অনেক পুরুষের যৌনাচরন এমন যে তাদের অন্য পুরুষের সাথে যৌন সম্পক আছে, কিংবা স্ত্রী ছাড়া অন্য মহিলার সাথে যৌন সম্পর্ক আছে এবং এভাবে তাদের স্ত্রীদেরকে ও যথেষ্ট পরিমানে ঝুকিতে ফেলছে।

- যদি মহিলাদের যৌন স্বাস্থ্য যথেষ্ট পরিমানে উন্নত থাকে তাহলে এখানে জরুরী ভিত্তিতে যেসব বিষয়ে কাজ করার দরকার সেগুলি হল জেন্ডার, মহিলাদের ক্ষমতায়ন, পায়ূ পথে যৌনাচরন এবং পুরুষ যৌনাচরন বিষয়ে এবং যেকোন কৌশলেই এসটিডি/এইচআইভি হার কমানোর লক্ষ্যে কাজ করতে হবে।
- সঠিক কৌশল গঠন করা উচিত যা স্ত্রী ও অন্যান্য মহিলাদের যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ে কাজ করবে এবং যেগুলি পুরুষে পুরুষে যৌন কাজের ফলে উৎপন্ন এবং এখানে যাতে গোপনীয়তা ও বিশ্বাস ভঙ্গ না হয়।
- মহিলা যৌন স্বাস্থ্য প্রোগ্রামে আরো যে বিষয়ে কাজ করা উচিত তা হচ্ছে পুরুষ ও মহিলার মধ্যকার পায়ূ পথে যৌন মিলন বিষয়ে এবং পুরুষে পুরুষে যৌন কাজের প্রভাব যেখানে মহিলা যৌন স্বাস্থ্যের উপর পড়ছে সেই বিষয়গুলির বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য।

মনো-সামাজিক কাউন্সেলিং

প্রশিক্ষিত ব্যক্তির দ্বারা মনো-সামাজিক কাউন্সেলিং প্রদান সহজলভ্য হওয়া উচিত, যেটি হতে পারে পুরুষ যৌন স্বাস্থ্য সেন্টারের মাধ্যমে, যেখানে পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ করে এমনদের নিরপেক্ষ, উপযুক্ত ও নির্ভুল উপদেশ, তথ্য ও সহায়তা দেওয়া যেতে পারে।

জাতীয় এইডস প্রোগ্রামের ভূমিকা

জাতীয় এইডস প্রোগ্রামের (এনএপি) উচিত উৎসাহ প্রদান করা এবং নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করা যাতে পিয়ারদের দ্বারা পরিচালিত জনগোষ্ঠী-ভিত্তিক এইডসের সেবা সংস্থা সমূহ গঠনে সমর্থ্য হয় সেজন্য বিনিয়োগ করা এবং তাদেরকে ক্ষমতায়ীত করা যাতে পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ করে এমনদের জন্য এসটিডি/এইচআইভি সঠিক প্রতিরোধ ও যৌন স্বাস্থ্য সেবা সমূহ প্রদানে সমর্থ্য হয়।

- এই ধরনের বিনিয়োগ যেভাবে হওয়া উচিত:
- দীর্ঘ মেয়াদী আর্থিক সহায়তা
- কারীগরি ও আর্থিক সহায়তার অসীমিত সুযোগ
- উপযুক্ত দক্ষতা গঠনের ট্রেনিং সুবিধা
- আইনগত ও নিয়মিত দমন নীতিগুলি নিয়ে কাজ করা উচিত যেগুলি এই ধরনের পিয়ার-চালিত জনগোষ্ঠী-ভিত্তিক সংস্থা গঠনে বাধাঁ দিতে পারে।
- এনএপি, রাষ্ট্র সংস্থা এবং অন্যান্য সংস্থা সমূহের এটা নিশ্চিত করা প্রয়োজন যে তারা পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ করে এমনদের বিশ্বস্ততা ও আস্থা অর্জন করতে সমর্থ্য হবে এবং এটি তারা লাভ করবে ঐ জনগোষ্ঠীর গোপনীয়তা, নিরাপত্তা, নাম-ঠিকানা না রাখা এবং তাদের নিজেদের যৌন স্বাস্থ্য সেবা গঠনের সহায়তা প্রদান ইত্যাদির ব্যাপারে নিশ্চয়তা দানের মাধ্যমে।
- এটা চিহ্নিত করা যে সকল পুরুষ যারা পুরুষের সাথে যৌন কাজ করে তারা সাধারন যৌন স্বাস্থ্য সেবা সমূহ গ্রহন করবে না, হোক সেটা সরকারীভাবে বা জনগোষ্ঠী-ভিত্তিক সংস্থা সমূহের মাধ্যমে সরবরাহকৃত নতুবা পিয়ার-চালিত সেবা সমূহ। এনএপির আরো প্রয়োজন হবে পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ করে এমনদের যৌনাচরন ও এর সাথে সাথে পায়ু পথে যৌন কাজ সম্পর্কে সাধারন মানুষের মধ্যে জাতীয় যৌন স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রোগ্রামের জন্য উপযুক্ত কাঠামো গঠন করা।
- এনএপির সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা সমূহে ট্রেনিং ও সচেতনতা মূলক প্রোগ্রাম করা উচিত যা পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ করে এমনদের সামাজিক ও যৌন স্বাস্থ্য চাহিদা সমূহের ভিত্তিতে যৌন স্বাস্থ্য সেবা সমূহ প্রদান করা যায় এবং এ সম্পর্কে জ্ঞানের কমতি ও বুঝার সমস্যা অনুযায়ী যাতে সেবা দেওয়া যায়। এই ধরনের প্রোগ্রামে পক্ষপাতহীন তথ্য এবং সেন্সেটাইজেশন, এবং এর সাথে সাথে অপবাদমুক্তকরনের বিষয় সমূহে তথ্য প্রদান করা উচিত।
- যেখানে আইন এবং রীতি-নীতি পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ করে এমনদের যৌন স্বাস্থ্য সেবা পেতে ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য পেতে বাধাঁ দেয় বা ভয় প্রদর্শন করে, হ্যারাসমেন্ট করে, ভাইওলেন্স করে, অস্বীকার করে বা ঝুকিতে আবদ্ধ করে তাদেরকে বৈষম্যভূত করে তারপর এগুলি সংশোধীত করা উচিত বা ক্ষমাতায়ীত করা উচিত উপযুক্ত সেবা পাওয়ার জন্য। এখানে অন্তর্ভূক্ত হওয়া উচিত:
- " জাগতীক যৌন কাজ " এর জরিমানা কোডের বিশেষ বিভাগ বাতিল করা যা পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ করে এমনদের নিজেদের আস্থা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি ধাপ হিসেবে কাজ করবে যাতে তারা আইন, বিচার ও যৌন স্বাস্থ্য সেবা সুবিধা সমূহ পায়।

প্রাসঙ্গিক বিষয়ের বিন্যাস

- পুলিশ ও বিচার কার্য পরিচালনাকারীদের পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ করে এমনদের এবং এ সম্পর্কিত যৌন স্বাস্থ্যের উদ্বেগ সমূহ সম্পর্কে ট্রেনিং।
- পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ করে এমনদের ব্যক্তিগত মানবিক অধিকারকে যাতে শ্রদ্ধা করা হয় তা নিশ্চিত করতে এবং যারা উৎপিড়ীত হয়েছে বা নির্যাতীত হয়েছে তারা যেন আইনগত সাহায্য নিতে পারে সেজন্য এডভোকেসি প্রোগ্রাম সমূহ গঠন এবং/অথবা সহায়তাপ্রদান।
- এনএপির একটি উপদেষ্টা এবং/অথবা কারিগরী কমিটি অন্তর্ভূক্ত করা উচিত যেখানে বেসরকারী ও জনগোষ্ঠী-ভিত্তিক সংস্থা সমূহ থেকে উপযুক্ত প্রতিনিধিরা থাকবে এবং যারা যৌন স্বাস্থ্য সেবা সমূহ প্রদান করবে ও বিশেষ করে পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ করে এমনদের সাথে কাজ করবে।
- এনএপির একটি জাতীয় শিক্ষা কৌশল গঠন করা উচিত যা হবে সাধারন মানুষের জন্য এবং এটি হবে এইচআইভি /এইডস ও যৌনাচরন সম্পর্কে বৈষম্যদূরীকরনের লক্ষ্যে এবং তার সাথে সাথে পুরুষে পুরুষে যৌনাচরন সম্পর্কিত অপবাদমুক্তকরনের লক্ষ্যে এবং এর জন্য ব্যবহার করা হবে মাস-মিডিয়া ও শিক্ষা ফেরামগুলি।
- সকল যৌন স্বাস্থ্য প্রোগ্রাম সমূহের পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ ও পায়ু পথে যৌন কাজ সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক ও সঠিক তথ্য অন্তর্ভূক্ত করা উচিত এবং স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটি, পরিবার, ব্যবসা, সেনাবাহিনী এবং কারাগার সমূহকে ও এই প্রোগ্রামে সংযুক্ত করা উচিত।
- এনএপি ও সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহকে নিশ্চিত করতে হবে পায়ু পথে যৌন কাজের উপযুক্ত কনডম ও পানি-জাতীয় লুব্রিক্যান্টের উপযুক্ত প্যাকেট যাতে এখনই সহজলভ্য হয় এবং এগুলি যারা পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ করে তারা যাতে সহজে পায়। এবং এর সাথে সাথে নিশ্চিত করতে হবে এগুলির গুনগত মান, ক্রয়যোগ্য মূল্য এবং বিভিন্ন স্থানে পর্যাপ্ত বিতরন। এই ধরনের বিতরনে আরো যা অন্তর্ভূক্ত করা উচিত তা হচ্ছে এগুলি কিভাবে সঠিক নিয়মে ব্যবহার করতে হয় তার নির্দেশিকা সংক্রান্ত উপযুক্ত উপকরন।
- এনএপির এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে এসটিডি সেবা প্রদানকারী বেসরকারী ও সরকারী সব স্টাফরা এবং এর সাথে সাথে যৌন স্বাস্থ্য সেবা সমূহ প্রদান করছে এমন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা সমূহের সব ষ্টাফরা যৌনাচরনের সব কাঠামো সম্পর্কে উপযুক্ত ট্রেনিং গ্রহন করেছে। সেবার গুনগত মান বৃদ্ধি, সহজপ্রাপতা ও এই সমস্ত সেবা সমাজের সব শাখায় সবার কাছে পৌছানোর জন্য যৌন চর্চার অংশ হিসেবে পায়ু পথের সেক্সকে অবশ্যই এখানে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে, হোক সেটি পুরুষের সাথে পুরুষের বা মহিলার সাথে পুরুষের।
- এই ধরনের ট্রেনিং-এ আরো যা অন্তর্ভূক্ত করতে হবে তা হচ্ছে পায়ু পথের সংক্রমনের ব্যাপারে ব্যক্তি ও পরিবারের চাহিদা সম্পর্কে স্বাস্থ্য কর্মীদের সংবেদনশীল করা এবং সবাই এই সহানুভূতিশীল ও উচ্চ পর্যায়ের সেবা সমূহ যাতে সহজেই পায় তা নিশ্চিত করার জন্য এই সেবা সমূহ প্রদানের গুনগত মান নিয়মিত যাচাই করা উচিত।
- এখানে জাতীয় এইডস প্রোগ্রাম, জনগোষ্ঠী-ভিত্তিক সংস্থা এবং ইউএনএইডস, ইউএসএইডিপি, ইউনিসেফ, ইউএনএইচসিআর ও এ ধরনের অন্যান্য সংস্থার মত আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের মধ্যে কার্যকরী পারস্পারিক সহযোগীতা গঠন করা উচিত যাতে স্থানীয়ভাবে মানানসইকৃত সর্বসম্মত পলিসি, সুপারিশ ও গাইডলাইন বাস্তবায়ন করা যায়, যা মানবাধিকার নির্যাতন

সম্পর্কিত উদ্বেগগুলিকে চিহ্নিত করবে এবং পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ করে এমনদের সেবা সমূহ গঠন করবে, এই সমস্ত সেবা সমূহ সহজ প্রাপ্য করবে ও বৈষম্য দূর করবে।

নাজ ফাউন্ডেশন বিশ্বাস করে যে যদি এই সব সুপারিশগুলি এইচআইভি/এইডস নিয়ে সব সরকারী ও বেসরকারী কাজগুলির একটি অংশ হয় হয় তাহলে এটি এইডস এর গভীর হতাশা ও কার্যকরী প্রতিরোধের একটি সংযোগ হতে পারে যার বিরুদ্ধে দক্ষিন এশিয়া ও অন্যান্য অঞ্চল সংগ্রাম করে যাচ্ছে। আমরা এইডসের একটি উপযুক্ত প্রতিষেধক এবং/বা সম্পূর্নভাবে সুস্থ হয়ে যাওয়ার চিকিৎসা আবিস্কারের জন্য অপেক্ষা করতে পারি না। মানুষ প্রতিদিনই নতুন করে আক্রান্ত হচ্ছে। এবং এই প্রক্রিয়ায় আরো বেশী বেশী মানুষ মৃত্যু বরন করবে কারন আমরা এইডসের চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে সমর্থ্য ও ইচ্ছুক নই। এটিই হচ্ছে প্রকৃত সময় ”নিরবতা ভাঙ্গার জন্য” এবং কথা বলার জন্য ও কিছু করার জন্য।

কমিউনিটি মবিলাইজিং

দক্ষিণ এশিয়ায়, পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ করে এমন পুরুষদের মধ্যে প্রায় বেশীরভাগই অনেক আচরনগত উপাত্তের একটির মধ্যে পড়েছে। সেগুলি হল:

কতি

পুরুষ যারা মহিলাদের মত আচরন করে (সাধারনত বিশেষ পরিস্থিতি/অবস্থায়) এবং তারা নিজেরা বলে যে তারা অন্য পুরুষের পুরুষাঙ্গ তাদের পায়ু পথে এবং/অথবা মুখে নিতে পছন্দ করে। একজন কতির জন্য গ্রহনমূলক ভূমিকা পালনকে দেখা হয় লজ্জার বিষয় হিসেবে তাই এটি গোপন রাখার চেষ্টা করা হয়। বেশীরভাগ পুরুষ যৌন কর্মীরা স্ব-চিহ্নিত কতি তবে সকল কতিরা কিন্তু যৌন কর্মী নয়।

পান্থি

কতিরাই এই নামটি দিয়েছে সেই পুরুষদের জন্য যারা প্রবেশ করানোর ভূমিকায় থাকে তাদের বুঝানোর জন্য। বেশীরভাগ পান্থিই তাদেরকে এই ধরনের কোন লেবেল করতে চায় না।

দো-পারাটা

ঐ সমস্ত ব্যক্তি যারা পারস্পরিক যৌনাচরন চর্চা করে। এই ধরনের পুরুষদের জন্য এটি হচ্ছে কতিদের দেওয়া আরেকটি টার্ম, যেখানে এই ধরনের পুরুষকে কতিও বলা হচ্ছে না বা পান্থিও বলা হচ্ছে না।

নিম্নলিখিত কারনে অন্যান্যরা পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ চর্চা করতে পারে:

- তাদের নতুন নতুন যৌনতা খুঁজার একটি নিয়মিত অংশ হিসেবে
- মেয়ে সহজলভ্য না হওয়া
- সব পুরুষ প্রতিষ্ঠানসমুহ
- " শারীরিক উত্তেজনা "
- সুযোগ সন্ধানী বীর্য স্খলন
- আকাঙ্খা
- কৌতুহল

এই ধরনের বেশীরভাগ পুরুষদেরকে বিবেচনা করা হয় গোপন/গুপ্তি হিসেবে

গে-চিহ্নিত পুরুষ সমুহ

বিশেষত ছোট, ইংরেজিতে কথা বলা, শিক্ষিত পুরুষের নেটওয়ার্ক।

যেহেতু কতিরা অনেক সংখ্যক সামাজিক/বন্ধুত্বের নেটওয়ার্কের মধ্যে ওভার-ল্যাপিং করতে পারে, এটি পুরো জনগোষ্ঠীর কাঠামোর ভিত্তিতে না করে বরং ছোট এবং সাইট-ভিত্তিক এর দিকে ঝোঁকে।

পান্থি এবং এইরূপ অন্যান্যরা ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত হয় এবং এগুলির লক্ষ্য হচ্ছে অ-যৌনতা বন্ধুত্বের নেটওয়ার্ক গড়া, শহুরে কাঠামো গঠন, পেশাজীবি অন্তর্ভূক্তি এবং এই ধরনের অন্যান্য কাজ। এগুলির টান হচ্ছে প্রতিবেশী ভিত্তিক।

অন্য কথায় দক্ষিন এশিয়ায় যারা পুরুষে পুরুষে সেক্স করে তাদের যৌনাচরন এবং/অথবা যৌন পরিচিতিকে প্রাথমিক ফোকাস হিসেবে বিবেচনা করে জনগোষ্ঠী গড়ে উঠে না।

জনগোষ্ঠী মবিলাইজেশনের আদর্শকে একটি প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যবহারের উদ্যোগ নেওয়া যাতে একটি কাল্পনিক জনগোষ্ঠীতে নিরাপদ সেক্সকে সাধারন আচরন হিসেবে গঠন ও ক্ষমতায়ন করা যায় এবং এর জন্য প্রয়োজন একটি জনগোষ্ঠীর গঠন ও উন্নয়ন। তার অর্থ হচ্ছে জনগোষ্ঠী বলতে কি বোঝায়, কিভাবে সমাজে একটি জনগোষ্ঠী গঠিত, পুষ্ট ও উন্মোচিত হয় তা সংজ্ঞায়িত করা ।

তারপর কি ধরনের জনগোষ্ঠী দরকার? কিসের ভিত্তিতে এই জনগোষ্ঠীর কল্পনা করা হচ্ছে? এধরনের একটি জনগোষ্ঠী কি গঠন করা সম্ভব? এই জাতীয় জনগোষ্ঠীতে মানুষের কি ধরনের অংশীদার হওয়া উচিত?

দক্ষিন এশিয়ার পুরুষে পুরুষে যৌন কাজের পরিবেশ পরিস্থিতির পয়েন্টগুলি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, শুধুমাত্র যা দেখা যায় তা হচ্ছে দলভুক্তকরন এবং যৌন স্বাস্থ্য প্রোজেক্টগুলি পুরুষে পুরুষে যৌনাচরনকে টার্গেট করছে আর বর্তমানে এগুলি কাজ করছে কতিদের মত একটি জনগোষ্ঠী তৈরীর জন্য।

দক্ষিন এশিয়ায় কতিরা সাধারনত ছোট সামাজিক/বন্ধুত্বের ব্যক্তিগত নেটওয়ার্কের মধ্যে থাকে, এটি নির্ভর করে সাইট এবং যৌনতার স্থানীয়তার উপর। নেটওয়ার্ক ওভারল্যাপ হতে পারে, একটি নেটওয়ার্কের সদস্য অন্য নেটওয়ার্কের সদস্য ও হতে পারে।

কতি হচ্ছে মহিলা সুলভ এবং গ্রহনকারী পুরুষ হিসেবে অপবাদযুক্ত। তাদেরকে দেখা হয় নয়-পুরুষ এবং নয়-মহিলা হিসেবে। বিভিন্নভাবে কতিদেরকে জেন্ডার করা হয়েছে না মহিলা না পুরুষ হিসেবে। এই ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কতিদের সমর্থ্য করেছে জেন্ডারের একটি অংশ হিসেবে চিহ্নিত হতে, এবং প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের আকাঙ্খা, আচরন ও যৌনতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করতে।

যেহেতু দক্ষিন এশিয়ায় প্রাথমিক জনগোষ্ঠীর কাঠামো এবং সামাজিক পরিচিতি পরিবারকে ঘিরে আবর্তীত (যৌথ ও সম্প্রসারীত পরিবার রীতি), গ্রাম্য ভিত্তিক, যেমন: গ্রামের অভিজ্ঞতা বিনিময়, স্থান (যেখানে আপনি বসবাস করেন) ভিত্তিক, কাজ সম্বন্ধীয় (ট্রাক চালক, রিক্সা চালক, ছাত্র ইত্যাদি), বিয়ে ও সন্তান ভিত্তিক, তাই শেয়ারকৃত চারিত্রিক আচরনের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করা হল জনগোষ্ঠী গঠনের একটি ভিত্তি যা সমাজের দিক থেকে একটি বড় উদ্যোগ ও একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

পুরুষে পুরুষে যৌন কাজের ক্ষেত্রে কতি হচ্ছে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ন। এখানে অনেকবার গ্রহনমূলক যৌন কাজ, বহু যৌন সঙ্গী, তাদের প্রবেশমূলক সঙ্গী কতৃক খুবই কম কনডম ব্যবহার, জ্ঞানের নিম্ন মান, এসটিডির চিকিৎসা সেবা গ্রহনের হার খুবই কম, পায়ু পথে রক্ত ক্ষরনের উচ্চ হার এবং লুব্রিক্যান্ট ব্যবহার একেবারেই না করা তাদেরকে ঝুঁকিপূর্ন করে তোলে। এগুলির সাথে সাথে বেশরিভাগ কতিরা তাদের প্রবেশমুলক সঙ্গীদের মতই সামাজিক প্রয়োজনীয়তায় বিয়ে করতে ও সন্তান নিতে পছন্দ করে।

কতিদের নিয়ে জনগোষ্ঠী গঠন তুলনামুলকভাবে সহজ। তাদের যৌন পছন্দ তাদেরকে সমর্থ্য করে বিভিন্ন সামাজিক-পেশাজীবি জনগোষ্ঠী হতে পাছি খুজে পেতে। তারা ইতিমধ্যেই বেশীরভাগ ক্ষেত্রে আচরনগত ও পরিচিতির (আইডেনটিটি) দিক থেকে সামাজিক কাঠামো গঠন করেছে এবং তাদের শেয়ারকৃত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য জনগোষ্ঠী গঠনের ভিত্তি হতে পারে।

প্রবেশ করানোর ভূমিকায় থাকে যে পুরুষ তাদের জন্য, আচরন পরিবর্তনের সবচেয়ে কার্যকর রাস্তা হবে পেশা ভিত্তিক ও প্রতিবেশী ভিত্তিক কৌশলে কাজ করা। যার অর্থ হচ্ছে যে সমস্ত এনজিও নিরাপদ যৌন কাজকে উৎসাহিত করার জন্য জনগোষ্ঠী/পেশা ভিত্তিক পদ্ধতিতে কাজ করছে তাদের আলোচনায় পায়ু পথের সেক্সকে অবশ্যই অন্তর্ভূক্ত করতে হবে, হোক তাদের সে কাজ ট্রাক চালকদের নিয়ে, হোক রিক্সা চালকদের নিয়ে, তরুন তরুনীদের নিয়ে, হোক সেটি স্কুলে, কলেজে, বস্তিতে, নিম্ন-আয়ের লোকের সাথে বা যে কোন জায়গায় যে কারো সাথে।

প্রক্রিয়া

কি কি বিষয় নিয়ে একটি জনগোষ্ঠী তৈরী হয়?

তাদের বর্তমান অবস্থা চিহ্নিত করা যা জনগোষ্ঠীভুক্ত করনের সবল দিক হিসেবে বিবেচ্য, এটা নিশ্চিত করা দরকার যে আচরনগত দল/নেটওয়ার্কের দিক থেকে কতিদের টার্গেট করা হয় একটি দৃশ্যমান জনগোষ্ঠীতে তাদেরকে সংগ্রহ করার জন্য এবং যেখানে দলভূক্তকরন করা হয় আচরন ও আবেগীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে।

এই অর্থে নাজ ফাউন্ডেশন ইন্টারন্যাশনাল তার পার্টনার সংস্থাকে উৎসাহিত করে কতি নেটওয়ার্কের সাথে কাজ করতে, নেটওয়ার্ক সম্প্রসারন করতে এবং একটি একিভুত জনগোষ্ঠী তৈরী করার জন্যনেটওয়ার্ক সমুহের মধ্যে নেটওয়ার্ক গঠন করতে।

দক্ষিন এশিয়ার সামাজিক, সংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় বাস্তবতার চিত্রের ভিত্তিতে, কতিদের নিয়ে জনগোষ্ঠীর গঠনকে নিকট ভবিষ্যতের জন্য একটি খুবই সমস্যা মূলক ও অসাধ্য কাজ হিসেবে দেখা হতে পারে । যাহোক, নেটওয়ার্কের মবিলাইজিং, নেটওয়ার্ক গঠনকে উৎসাহদান এবং নেটওয়ার্কের মধ্যে নেটওয়ার্ক গঠন বর্তমান সামাজিক বাস্তবতায় সম্ভব এবং নেটওয়ার্কের মধ্যে প্রবেশের প্রথম পয়েন্ট।

আমাদের পার্টনার সংস্থা সমূহ পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ করে এমনদের মাঝে যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ে কাজ করছে এবং তারা বিভিন্ন কৌশলের একটি অনুক্রম তৈরী করছে যাতে এই ধরনের

প্রাসঙ্গিক বিষয়ের বিন্যাস

নেটওয়ার্কের মবিলাইজিং করা যায় ও কতিদের মধ্যে একটি একিভূত জনগোষ্ঠী গঠন করা যায় যেখানে একটি জনগোষ্ঠীর সকল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকবে, যেগুলি হল:

- একটি শেয়ারকৃত মতের ঐক্যের জন্য একিভূত হওয়া
- ঐক্য হিসেবে একটি জনগোষ্ঠী
- যৌথ সহযোগিতার পদ্ধতি
- সামাজিক সহায়তার সেবা সমুহ
- শেয়ারকৃত মতাদর্শ এবং সামাজিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য
- সামাজিকিকরন কাঠামো
- যৌথ উদ্বেগ
- যৌথ চাহিদা
- শেয়ারকৃত ধর্মীয় রীতি

এই সংস্থাগুলি কতিদের যৌন স্বাস্থ্য উন্নয়ন প্রোজেক্ট পরিচালনা করছে (পুরুষ প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্য প্রোগ্রাম এই টার্মের আওতায় যা হচ্ছে রক্ষনশীল সমাজে একটি পরিশুদ্ধ চাতুরী)। যাহোক, কতির যৌন সঙ্গী ও পুরুষ যৌন কর্মী ও এই সেবা কাঠামো সমুহের আওতায় আনা হচ্ছে, এটি করা হচ্ছে কতিদের দ্বারা যোগাযোগের মাধ্যমে এবং অন্যান্য যৌন স্বাস্থ্য উন্নয়ন সংস্থা ও সেবাগুলির সাথে সহযোগিতামূলক সম্পর্কের মাধ্যমে।

আমাদের পার্টনার সংস্থা সমুহ, যারা বিশেষত পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ বিষয়ে কাজ করছে, এটা নিশ্চিত করে যে বোর্ডের সকল সদস্য, স্টাফ ও স্বেচ্ছা-সেবকদের সংগ্রহ করা হয়েছে স্থানীয় কতিদের সামাজিক নেটওয়ার্ক হতে।

এই পরিস্থিতিতে, জনগোষ্ঠীকে কোন ভৌগোলিক স্থান বা লোকালয়ের ভিত্তিতে সংজ্ঞায়িত করা যায় না, বরং এটি নির্ভর করে অনুভুতি-পরায়নতা, শেয়ারকৃত উদ্বেগগুলি নিয়ে একই মনোস্তাত্তিক চিন্তা, যৌন আচরন, চাহিদা, ইতিহাস এবং আকাঙ্খার উপর।

গঠন

নিচের সংক্ষিপ্ত আউটলাইনের উপাদানগুলি বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে জনগোষ্ঠীকে একিভূতকরন, নেটওয়ার্ক মবিলাইজ ও নেটওয়ার্কগুলির মধ্যে নেটওয়ার্ক কাঠামো তৈরীর লক্ষ্যে যেখানে কনডম ব্যবহার এবং এসটিডির চিকিৎসাকে বৃদ্ধি করা যাবে একটি সাধারন আচরন হিসেবে।

আউটরিচ/নেটওর্য়াকিং

ঐ কতি নেটওয়ার্কগুলি হতে সংগৃহীত মাঠ কর্মীদের ব্যবহার করতে হবে নির্দিষ্ট সাইট-ভিত্তিতে যাতে ঐ নির্দিষ্ট সাইটে বন্ধুত্ব গঠন করা যায় যা সম্প্রসারীত হতে পারে শেয়ারকৃত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সামাজিকিকরন, সহায়তা এবং সেবার সুযোগগুলির সহজপ্রাপ্যতার সামর্থ্যের ভিত্তিতে।

সাইট-ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ন তথ্য প্রদানকারীদের (Key informants) ব্যবহারের মাধ্যমে (মূল ও ইনফরমেন্ট এই টার্মটি সমস্যাযুক্ত, বরং আমরা ব্যবহার করতে পারি ”সাইট-বুদ্দিস টার্মটি”)

যারা মাঠ কর্মীদের সহায়তামুলক কাঠামো প্রদান করতে পারে তাদের জ্ঞান বৃদ্ধিতে এবং নির্দিষ্ট সাইটে যখন মাঠ কর্মী উপস্থিত থাকে না তখন তাদের মধ্যে এগুলি চলমান রেখে।

সামাজিকিকরন মিটিং

ব্যাপকভাবে সাইট-ভিত্তিক সামাজিক দল গঠন করা, নিজেকে অংকিত করা, সামাজিক ও মাঠের কাজের নেটওয়ার্ক করা এবং এগুলির প্রত্যেকটি পরিচালনা করবে মাঠ কর্মীরা। এই দলটি তাদের ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের জায়গা হতে কাজ করতে পাওে এবং একটি বন্ধন সৃষ্টি করতে পারে, অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে পারে এবং সাধারন উদ্দেশ্য ঠিক করতে পারে।

ব্যক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি

ব্যাপক শিক্ষনীয় ক্লাসের আয়োজন করা যেতে পারে যেখানে থাকতে পারে অক্ষর জ্ঞান, সামাজিক দক্ষতা, জীবন দক্ষতা, স্বাস্থ্য চাহিদার জ্ঞান, কারীগরি দক্ষতা, আয় বৃদ্ধি মুলক দক্ষতা এবং এধরনের অন্যান্য।

চাকুরী এবং বাসস্থানের নেটওর্য়াক

কতি নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে চাকুরির সুযোগ ও খালী বাসস্থানের ব্যবস্থা চিহ্নিত করা এবং এর সাথে সাথে জরুরী বাসস্থান চিহ্নিত করা।

সঞ্চয় এবং ঋন ক্লাব

গ্রামীন ব্যাংক মডেল ব্যবহার করে, কতি নেটওয়ার্কের মধ্যে ছোট-আকারের সঞ্চয় ও ঋনকে উৎসাহিত করা।

এডভোকেসি

পুলিশ ও মাস্তান/গুন্ডার হ্যারাসমেন্ট কতিদের জন্য একটি সাধারন ঘটনা যারা যৌন সঙ্গীর সাথে যোগাযোগ ও যৌন কাজ করার জন্য প্রকাশ্য স্থান ব্যবহার করে থাকে। আইনগত সহায়তা সেবা গঠনের মাধ্যমে, মানবাধিকার নির্যাতনকে চ্যালেঞ্জে করা, কাউন্সেলিং ও সহায়তা প্রদান করা, সেবা সমুহ ব্যবহার ও সহজপ্রাপ্যতার একটি কাঠামো গঠন করা যেতে পারে যেটিকে দেখা যেতে পারে একটি "জনগোষ্ঠী সেবা" হিসেবে, "যৌন জনগোষ্ঠী তৈরীর" জন্য একটি একিভুতকরনের উৎসাহ হিসেবে।

এসটিআই চিকিৎসা সেবাসমুহ

আচরন সম্পর্কিত অপবাদের কারনে সেবা সমূহকে উচ্চ পর্যায়ের সাথে একিভূত করা খুবই সমস্যাপূর্ন, পছন্দ মত উপযুক্ত চিকিৎসা নেওয়ার ক্ষেত্রে কতিদের সুযোগ খুবই কম, বিশেষ করে পায়ূ পথে যৌনাচরন সম্পর্কিত ক্ষেত্রে। কতিদের সেবা সমূহ এই ধরনের এসটিডির চিকিৎসা সমূহ প্রদান করছে, হয় সিন্ড্রোমিক ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতিতে বা সরাসরী পরীক্ষার মাধ্যমে, এটা নিশ্চিত করা হয়েছে যে কতিরা সহানুভুতির সহিত এবং শ্রদ্ধা ও বিবেচনা সহকারে চিকিৎসা পাচ্ছে, এবং সঠিক তথ্য ও চিকিৎসা তাদের জন্য এখানে সহজপ্রাপ্য।

প্রাসঙ্গিক বিষয়ের বিন্যাস

কনডম এবং লুব্রিক্যান্ট সমুহ

অনেক কর্মীই নিয়মিত লুব্রিক্যান্ট নেওয়ার ক্ষেত্রে লজ্জা বোধ করে (বিশেষ করে যদি তারা তরুণ ও অবিবাহিত হয়), এবং তারা পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিকে ও যায় না। এগুলি ছাড়া ও দক্ষিন এশিয়ায় পায়ু পথের উপযোগী কনডম পাওয়া যায় না, সস্তা এবং উপযুক্ত প্যাকেটে লুব্রিক্যান্ট ও পাওয়া যায় না। সাইটে বিতরনের মাধ্যমে কনডম ও লুব্রিক্যান্ট যদি সহজেই পাওয়ার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে কনডম ব্যবহার বৃদ্ধি করা যাবে।

চাহিদা নিরূপন

এটা নিশ্চিত করা যে, সেবা ব্যবহার সম্পর্কে নিয়মিত জরীপ, সাইট জরীপ, এবং ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন ইত্যাদির মাধ্যমে কর্মীদের চাহিদা বুঝার জন্য নিয়মিত নিরূপনি কাজ পরিচালিত হচ্ছে। এই চাহিদাগুলি এমন হতে পারে যে তারা মনে করছে এটি অত্যন্ত দরকার, প্রকাশিত চাহিদা এবং/অথবা প্রোজেক্টের চাহিদা। এই আলোচনাগুলি এবং জরীপগুলি শেয়ারকৃত চাহিদাগুলির ব্যাপারে ঐক্যমত তৈরী করবে, যা আরো ব্যবহার করা যাবে জনগোষ্ঠী গঠনের অর্থে। এই ধরনের চাহিদাগুলি যে অবশ্যই এইচআইভি/এইডস সম্পর্কিত হতে হবে তা নয়। যাহোক, এই ধরনের চাহিদাগুলির চিহ্নিতকরন গঠন করতে পারে একটি সম্মিলিত উদ্বেগ, যার মাধ্যমে জনগোষ্ঠী গঠিত হতে পারে।

এ ধরনের চাহিদাগুলি হতে পারে:

- সামাজিক চাহিদা সমুহ:
  - শিক্ষা
  - চাকুরী
  - অর্থনৈতিক উন্নয়ন
  - মানবাধিকার সমুহ
  - পরিবার, বিয়ে এবং বাচ্চা
  - কারিগরী দক্ষতা
  - সামাজিকিকরন স্থান সমুহ

- ব্যক্তিগত এবং আবেগীয় চাহিদা সমুহ:
  - যৌন নির্যাতন এবং ভাইওলেন্স
  - কাউন্সেলিং
  - ব্যক্তিগত পরিচছন্নতা
  - বন্ধুত্ব
  - পরিচিতি এবং আকাঙ্খা
  - আবেগীয় সর্মথন
  - ক্ষমতায়ন
  - ব্যক্তিগত দক্ষতা সমুহ গঠন
  - ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বিষয় সমুহ

- যৌন স্বাস্থ্য চাহিদা সমুহ:
    - যথোপযুক্ত কনডম সমুহ
    - যথোপযুক্ত লুব্রিক্যান্ট
    - যৌন স্থান সমুহ এবং নির্জনতা
    - যথোপযুক্ত চিকিৎসার সহজপ্রাপ্যতা
    - মনো-যৌনতা বিষয় সমুহ
    - কাউন্সেলিং
    - জ্ঞান
    - ক্ষমতায়ন
    - সমঝোতা করার দক্ষতা

চাহিদানুযায়ী সাড়া দেওয়া

এটা জরুরী যে সেবার সুযোগগুলি এই সমস্ত চাহিদার ভিত্তিতে তৈরী হওয়া উচিত এবং যথোপযুক্ত পথ খুজা উচিত যাতে এটা নিশ্চিত করা যায় যে এই সমস্ত চাহিদাগুলির ব্যাপারে পর্যাপ্তভাবে ও সঠিকভাবে কাজ হচ্ছে।

যেমন, উদাহরন স্বরূপ:

- একটি স্বাস্থ্য সেবা যেটি যৌন সম্পর্কিত নয় এমন বিষয়গুলি দেখতে পারে এবং প্রদান করতে পারে যথোপযুক্ত চিকিৎসা ও যত্ন, এগুলি হল: বুকের সংক্রমন, যক্ষা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ন অসুস্থতা সমুহ।
- একটি চাকুরির সংস্থা/নেটওয়ার্ক
- লেখা-পড়া সহ কারীগরি দক্ষতা গঠন
- একটি জরুরী আবাস স্থানের নেটওয়ার্ক
- দারিদ্রতা বিষয়ে কাজ করা, যেমন ভর্তুকি দিয়ে ঔষধ ও চিকিৎসা দেওয়া এবং নিম্ন সুদে ঋন দেওয়া ও ছোট আকারের সঞ্চয়।
- সামাজিকিকরন স্থান সমুহ যা কতিদের মধ্যে এবং নন-কতি চিহ্নিত এমএসএমদের মধ্যে অ-যৌন বন্ধুত্ব গড়ে তোলে।
- আইনগত সহায়তার প্রাপ্যতা
- বৈষম্যের আইন ও রীতি সমূহ নিয়ে কাজ করা
- পুলিশ এবং মাস্তান/গুন্ডাদের নিপীড়ন (হ্যারাসমেন্ট) বিষয়ে কাজ করা
- একটি যৌন স্বাস্থ্য সেবা যেটি যথোপযুক্ত ও সহানুভূতিশীল এবং সহজেই পাওয়া যায়।
- একটি নিরপেক্ষ সেবার সুযোগ যেখানে শ্রেনী, অর্থনৈতিক কুল, পেশা ভিত্তিক কুল, যৌনাচরন/আকাঙ্খা এবং পরিচিতি ইত্যাদি কারনে ভেদাভেদ থাকবে না।
- জনগোষ্ঠী একত্রিত করন, যেমন নাচ, গান-বাজনা, প্রার্থনা, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি জন্য সামাজিকিকরন ধর্মীয় রীতি গঠন

এই সমস্ত কার্যাবলীর কাঠামোটি হচ্ছে একটি মনোস্তাত্তিক জনগোষ্ঠী গঠন করা যা পরিবার, লোকালয়, মূল (হোক সেটি গ্রাম্য বা শহুরে), শ্রেনী, অর্থনৈতিক কুল, পেশা ভিত্তিক কুল ইত্যাদি সীমা অতিক্রম করে গড়ে উঠবে। এটি হচ্ছে একটি মনোস্তাত্তিক জনগোষ্ঠী যেটি শেয়ারকৃত উদ্বেগ ও চাহিদার ভিত্তিতে গড়া। এটি ব্যবহৃত হচ্ছে এক নেটওয়ার্ক হতে অন্য নেটওয়ার্কে এবং জনগোষ্ঠী (গুলি) তৈরী করছে।

পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ করে এমনদের মধ্যে এইচআইভি সঞ্চালন প্রতিরোধের জন্য একটি অধিকার ভিত্তিক কাঠামো

এই পেপারটি প্রস্তুত করেছেন মিরিয়াম মালুওয়া, ইউএনএইডস আইন এবং মানবাধিকার উপদেষ্টা।

উপস্থাপন করা হয়েছে সংস্থাগুলির মধ্যকার সভায় যে সংস্থাগুলি পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ করে তাদের মধ্যে এইচআইভি/ এইডস প্রতিরোধ ও যত্ন নিয়ে কাজ করে, ১ম নভেম্বর ২০০২, কক্ষ সি ১০২, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, জেনেভা সুইজারল্যান্ড

(i) কাঠামো

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংরক্ষন আইন সবাইকে সমভাবে রক্ষা করে সব ধরনের বিভেদ বা বৈষম্য থেকে। মানবাধিকারের বৃহত্তর ক্ষেত্রে-বেসরকারী, রাজনৈতিক, অর্থনীতি, সামাজিক এবং সংস্কৃতিক বিষয় সমুহ সকল দলের সবাই সমভাবে উপভোগ করতে হবে। মানবাধিকারের যে মৌলিক ধারা সমূহ আছে তাতেই রক্ষা হয় সেই পুরুষদের অধিকার যে অন্য পুরুষের সাথে যৌন কাজ করে। মানবাধিকারের কাঠামোতে সকল মানুষই সমভাবে শ্রদ্ধীয় ও মর্যাদা প্রাপ্ত তার অবস্থা যাই হোক না কেন।

সাধারন পরিষদে যে বিবৃতিগুলি গৃহীত হয়েছে সেগুলিকেই আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের মুল হিসেবে বিবেচনা করা হয় আর এটিই হচ্ছে মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষনা, এগুলি হল: হয়রানী ও নিম্ন মানের চিকিৎসার বিরুদ্ধে প্রথা, বেসামরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তি, অর্থনীতির বিষয়ে আন্তর্জাতিক চুক্তি, সামাজিক ও সংস্কৃতিক অধিকার, মহিলাদের প্রতি সকল ধরনের অ-বৈষম্যের আন্তর্জাতিক অধিকার, শিশুদের আন্তর্জাতিক অধিকার, মানুষ হিসেবে সব ধরনের বৈষম্য মুক্ত থাকার অধিকার যেখানে অন্তর্ভূক্ত আছে সেক্স, রং, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক মতাদর্শ, জন্ম, জাতীয় বা সামাজিক মূল, সম্পত্তি, বেসামরিক ও রাজনৈতিক এবং সামাজিক ও অন্যান্য মর্যাদা।

অ-বৈষম্যের নীতিটি আবার আঞ্চলিকভাবে মানবাধিকারের সাথে খাপ খাওয়ানো হয়েছে যেমন আফ্রিকান চরিত্রে মানব ও জনগনের অধিকার, আমেরিকার মানবাধিকারের প্রথা এবং ইউরোপের মানাবাধিকারের প্রথা।

এইচআইভি/এইডসের ক্ষেত্রে মানবাধিকারের ইউনাইটেড নেশন কমিশন বিশে-ষন করেছে " এইডস বা এইচআইভি স্ট্যাটাস সংক্রান্ত বৈষম্য সম্পর্কে আগের ও প্রকৃত ধারনা, বর্তমান আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের মান অনুযায়ী এইডস বা এইচআইভি স্ট্যাটাস সংক্রান্ত বৈষম্য নিষিদ্ধ, এবং " অন্যান্য স্ট্যাটাস" এই টার্মটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের বিষয়ের মধ্যে অ-বৈষম্যের ক্ষেত্রে ব্যখ্যা করা উচিত যাতে এইচআইভি/ এইডস সহ স্বাস্থ্য স্ট্যাটাস ও আওতাভূক্ত করা যায়।"

সুতরাং এইচআইভি স্ট্যাটাসের ভিত্তিতে কেউই বৈষম্যের স্বীকার হওয়া উচিত নয়। বাস্তবে, এইচআইভি সংক্রমনের জন্য যারা উচ্চ ঝুকিপূর্ন জনগোষ্ঠীর সদস্য বলে ধারনা করা হয়, যেমন যারা পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ করে ও তাদের পরিবারের ক্ষেত্রে " পূর্ব-অনুমান করা হয় যে তারা সংক্রমিত এবং এজন্য তারা বৈষম্যের শিকার।

ইউনাইটেড ন্যাশান (United Nation) মানবাধিকার পরিচালনা কমিটি মানবাধিকারের বিভিন্ন ধারাগুলি মেনে চলা হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষন করছে। জাতীয় পর্যায়ে তাদের আইনকে শ্রদ্ধা করা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করতে, প্রতিটি ব্যাক্তিকে যে মানবাধিকার দেওয়া হয়েছে তা পূরন ও রক্ষা সহকারে (ক) এইচআইভি সম্পর্কিত বিষয়গুলি উত্থাপনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ন রাস্তা প্রদান করছে, (খ) আন্তর্জাতীক মানবাধিকারের মূল নীতিগুলি কিভাবে এইচআইভি/এইডস এর ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য তার ব্যখ্যা দিচ্ছে (গ) রাস্ট্র সমূহকে সাহায্য করছে যাতে তারা ভালভাবে ধারাগুলি বুঝতে পারে এবং এইচআইভ/এইডস এর ক্ষেত্রে এগুলির প্রয়োগ সহকারে সব ধারা সমূহ মেনে চলতে পারে।

মানবাধিকার কমিটিটি আন্তর্জাতিক চুক্তি নীতিগুলির বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষন করছে যেগুলি বেসামরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত, উদাহরন স্বরূপ: প্রাইভেসির অধিকারগুলি বাস্তবায়িত করা, যেটি বেসামরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে আন্তর্জাতিক চুক্তি নীতির ১৭নং ধারার অমান্য হচ্ছে, যেখানে আইনের দ্বারা স্বীকৃত প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে সমকামীতাকে দোষারোপ করে।

(ii) সব কিছুর ঝুঁকি

যারা পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ করে তাদেরকে এবং অন্যান্য অনগ্রসরমান দল সমূহকে বৈষম্যের ফলে এই ধরনের ব্যক্তির মধ্যে এইচআইভি সংক্রমনের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায় এবং এর সাথে সাথে তাদের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়, যেমন বাধ্যতামূলক রক্ত পরীক্ষা, স্বেচ্ছাচার এরেস্ট, পৃথকিকরন, আটকাদেশ এবং নির্বাসন।

এই ধরনের বৈষম্যের ফলে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সাধারন সমস্যা সমূহের সেবা গ্রহন থেকেও তারা বঞ্চিত হয়, চিহ্নিত হওয়ার ভয়ে তারা এগুলি এড়িয়ে চলে এবং এই স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা প্রদানের সংস্থাগুলির সাথে যোগাযোগ করে না। এরফলে জরুরী প্রয়োজনীয় তথ্য, শিক্ষা এবং কাউন্সেলিং সমূহ দৃস্টির অগোচরে চলে যাচ্ছে।

এইচআইভি/এইডস বিষয় সম্পর্কিত মানবাধিকারের নিরাপত্তা প্রদান, শুধুমাত্র নিজের ক্ষেত্রেই নীতির দিক থেকে গুরুত্বপূর্ন নয়, বরং এটি নিত্য দিনের জন্য প্রয়োজনীয় ও বটে। এটির লক্ষ্য হচ্ছে সংক্রমিত ব্যক্তিকে কতৃপক্ষকে সহযোগিতা করার জন্য উৎসাহ প্রদান করা যার মাধ্যমে মহামারি আস্তে আস্তে কমে যাবে। এটি অর্জন করা যেতে পারে শুধুমাত্র তখনই যখন মানুষ অধিকারকে শ্রদ্বা করবে।

(iii) রাষ্ট্র সমূহের একাউন্টেবিলিটি

ইউনাইটেড নেশন এর একজন সদস্য হিসেবে এবং উক্ত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার উপকরনের রাষ্ট্রীয় দল হিসেবে, মানবাধিকার রক্ষা ও নিশ্চিতকরনের জন্য রাষ্ট্র সমূহের বাধ্যবাধকতা আছে (ধারা ২২)।

এই বাধ্যবাধকতা আছে যে, রাষ্ট্র সমূহকে এই ধারাটিকে শ্রদ্ধা করতে হবে যে ধারায় বলা হয়েছে মানবাধিকার উপভোগ করাকে প্রতক্ষ্য বা পরোক্ষভাবে বাধাগ্রস্ত করা যাবে না (ধারা ২৩)। এই বাধ্যবাধকতা আছে যে, রাষ্ট্র সমূহকে এই ধারাটিকে শ্রদ্ধা করতে হবে যে ধারায় বলা হয়েছে তৃতীয় পক্ষের মানবাধিকার বাধাগ্রস্ত হওয়াকে প্রতিরোধ করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে (ধারা ২৪) এবং এই বাধ্যবাধকতা আছে যে, রাষ্ট্র সমূহকে এই ধারাটিকে শ্রদ্ধা করতে হবে যে ধারায় বলা হয়েছে উপযুক্ত বিধান সম্পর্কিত, বাজেট সম্পর্কিত, আইনগত, উৎসাহ সম্পর্কিত এবং অন্যান্য পদক্ষেপকে খাপ খাওয়ানো যাতে মানবাধিকারকে পুরোপুরিভাবে বুঝা যায় (ধারা ২৫)।

রাষ্ট্র সমূহের আরো যা আছে তা হচ্ছে এইচআইভি/এইডসের বিষয়ে মানবাধিকার বাস্তবায়নের জন্য স্বইচ্ছায় গঠনকৃত রাজনৈতিক সংকল্প (ধারা ২৫)। এইসব আইন এবং রাজনৈতিক সংকল্প সমূহ রাষ্ট্রগুলিকে অবশ্যই গননায় রাখতে হবে।

(iv) উপসংহার

মানবাধিকারের কাঠামোটি বর্তমান প্রক্রিয়াগত, সংস্থাগত এবং অন্যান্য গননা যোগ্য ও পর্যবেক্ষন প্রক্রিয়া সমূহকে একসেস দিয়েছে যা ব্যবহার হতে পারে পর্যবেক্ষন কাজে এবং একটি আধুনিক মানবাধিকার ভিত্তিক এইচআইভি প্রোগ্রাম প্রক্রিয়ায় যেখানে পুরুষ যে অন্য পুরুষের সাথে যৌন কাজ করে অন্যদেরকে নিয়ে কাজ করাও অন্তর্ভূক্ত করা হবে।

প্রকৃত এইচআইভির মহামারীর বিস্তৃতি, ”সবার জন্য মানবাধিকার” শুধুমাত্র সুত্র ভিত্তিক হওয়া উচিত নয়। অ-বৈষম্য সম্পর্কিত মৌলিক মানবাধিকারের নীতি গুলি বিশ্বের এইচআইভি মাহামারি সম্পর্কে কার্যকরীভাবে সাড়া দেওয়ার জন্য যে ভিত্তি স্ত তার সাথে এবং স্ট্যাটাসকে বিবেচনা না করে সবার জন্য স্বাস্থ্য, সমতা, ইত্যাদি মানবাধিকারের আশাব্যাঞ্জক রক্ষার ভিত্তি স্তম্ভের সাথে একিভুত হওয়া উচিত।

পূর্ন শব্দ

এইডস	: একোয়ারড ইম্যুন সিষ্টেম ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম
এআরভি	:এন্টিরেটরোভাইরাল
বিসিসি	: বিহেবিওরাল চেঞ্জ কমিউনিকেশন
আই ডি ইউ	: ইঞ্জেকটিং ড্রাগ ইউজার
জিও	: গোভারনমেন্ট অরগানাইজেশন
জিপিএম	: জেনেরাল পোপুলেশন অফ মেলস্
এইচআইভি	: হিউমেন ইম্যুন ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস
এমএমএস	: মেল টু মেল সেক্স
এমএসএম	: মেলস্ হু হেভ সেক্স উয়িত মেলস্
এমএসডাবি-ও	: মেল সেক্স ওয়ার্কার
এনজিও	: নন গোভারনমেন্ট অরগানাইজেশন
এনএফআই	: নাজ ফাউন্ডেশন ইন্টারন্যাশনাল
এসটিআই	: সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ইনফেকশন
ইউএনএইডস	: ইউনাইটেড নেশনস জয়েন্ট প্রোগ্রাম অন এইডস
হু	: ওয়ার্ল্ড হেলথ অরগানাইজেশন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমরা নিম্নলিখিত র্সোসসমুহের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি:

- দি ওর্য়াকার্‌স হ্যান্ডবুক: দি সেক্স ওর্য়াকার্‌স আউটরিচ প্রজেক্ট. অস্ট্রেলিয়া,১৯৯২
- দি আনসেনসর্‌ড গাইড টু সেক্সুয়াল হেল্‌থ, হেলেন নক্স, নক্স পাবলিশিং, ইউ.কে
- মেকিং সেক্স ওর্য়াক সেফ, নেটওর্য়াক অফ সেক্স ওর্য়াক প্রজেক্টস, ইউ কে, ১৯৯৫
- এবিসি অফ সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ, এডিটেড বাই মাইকেল এডলার, বি এম জে, ইউ কে, ১৯৯৫
- এবিসি অফ এইডস, এডিটেড বাই মাইকেল এডলার, বি এম জে, ১৯৯৫
- ওর্য়াকিং উইথ আনসারটেইনটি, হিলারি ডিক্সন এন্ড পিটার গর্ডন, এফপিএ ইডুকেশন ইফনিট, ইউ কে, ১৯৮৭
- ওয়েসসেক্স গে মেন্স হেল ফোরাম, ইউ কে ফর এসটিডি টেক্সট
- এসটিডি/ এইডস পিয়ার ইডুকেটর ট্রেনিং ম্যানুয়াল , ন্যাশনাল এইডস কন্ট্রোল প্রোগ্রাম, তানজানিয়া ১৯৯২
- ইউএন ডিপি: এইচআইভি/এইডস প্রজেক্ট প-্যানিং ম্যানুয়াল
- ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টান্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট, ইউ কে, প্রজেক্ট লজিক্যাল ফ্রেমওর্য়াক
- ইউএন এইডস: প-্যানিং এন্ড ইমপি-মেনটেশন অফ টাগেটেড ইন্টার ভেনশন - পার্টিসিপেন্টস গাইড (ড্রাফ্‌ট)

এই রির্সোসের উন্নয়ন এবং উৎপাদন কাজে অকুন্ঠ/পর্যাপ্ত সাহায্যের জন্য আমরা ইউএনএইডস, এবং ক্যালি আলমেদাল র্পাটনারশীপ ইউনিটকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচিছ।